

গথ-নির্দেশ

স্বদেশীয় চন্দ্র চাক্ষুসী

ପଥ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

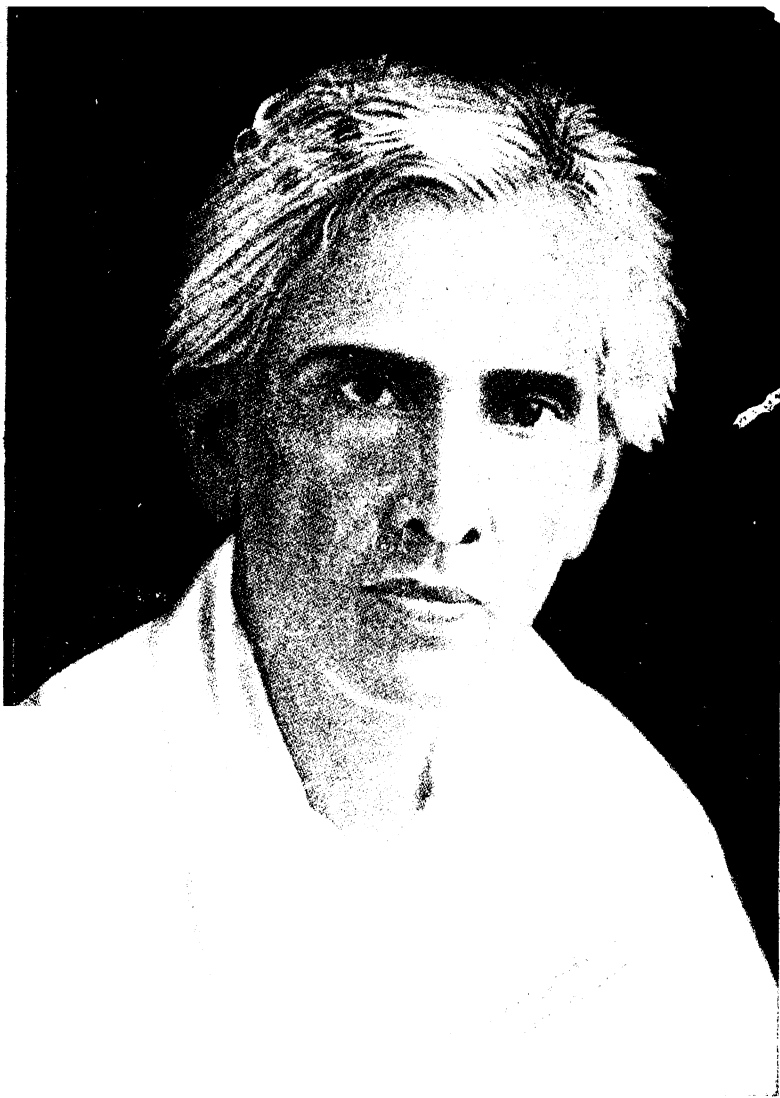
ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

ଗୁରୁଦାସ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏଓ୍ଵ ସନ୍ସ
୨୦୭-୧୦୧ କର୍ମଓଫିସ୍ ଫ୍ଲୀଟ ... କଲିକତା - ୬

এক টাকা

দ্বিতীয় মুদ্রণ

চৈত্র—১৩৭৯



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ପଥ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

পথ-নির্দেশ

২

মাঝরাবি গৃহস্থ-ঘবেব বাড়ীৰ কত্তা যখন যজ্ঞাবোগে মাৰা ধান, তখন তিনি পৰিবাৰটিকে আশ-এৰা কৰিয়া যান। স্নগোচনাৰ স্বামী পতিতপাবন ঠিক তাহাই কৰিয়া গেলেন। বৰ্ষাধিক কাল বোগে ভুগিয়া একদিন বৰ্ষাৰ দুৰ্দ্দিনে গভীৰ বাত্ৰে দেহত্যাগ কৰিলেন। স্নগোচনা কাল স্বামীৰ শেষ প্ৰাৰ্থিত্ত কবাইয়া দিয়া পাৰ্শ্ব আসিয়া বসিয়াছিলেন, আব উঠেন নাই। স্বামী নিঃশব্দে প্ৰাণত্যাগ কৰিলেন, স্নগোচনা তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া বহিলেন, চাঁৎকাব কৰিয়া পাডা মাথায় কৰিলেন না। ত্ৰয়োদশবৰ্ষীয়া অনূঢ়া কত্তা হেমনলিনী কিছুক্ষণ পূৰ্বে অদূৰে মাতুৰেব উপৰ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে জাগাইলেন না। সে ঘুমাইতে লাগিল, পিতাব মৃত্যুব কথা জানিতেও পাৰিল না। বাড়ীতে একাটি ভৃত্য নাই, দাসী নাই, দুব সম্পৰ্কীয় কোন আত্মীয় পৰ্য্যন্ত নাই।

পথ-নির্দেশ

পাডাব লোকও ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, বিশেষ
অপবাহু হইতেই বৃষ্টি চাপিয়া আসিয়াছিল বলিয়া, দবা
কবিয়া আজ আব কেহ বাহি জাগিবার নাম কবিয়া
ঘুমাইতে আসে নাই।

বাহিবে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ভিতবে মৃত
স্বামীকে চোখেব সামনে লইয়া স্নলোচনা কাঠ হইয়া বসিয়া
বহিনেন। পবদিন সন্বাদ পাইয়া সকলেই আসিলেন,
পুরুষেবা মড়া বাহিব কবিয়া শ্মশানে লইয়া গেল।
স্নীলোকেবাও গোবব-জল ছড়া দিয়া কাঁদিতে বসিয়া গেলেন।

স্নলোচনাব থাকিবার মণ্ডে শুধু একখানি ছোট আম-
কাঁটালেব বাগান অবশিষ্ট ছিল। পাডাব লোকেব সাহায্যে
সেইটি একশত টাকার বিক্রয় কবিয়া যথাসময়ে স্বামীর শেষ
কাজ সমাধা কবিয়া চুপ কবিয়া ঘবে বসিলেন। মেয়ে
জিজ্ঞাসা কবিল, কি হবে মা এবাব ?

মা জবাব দিলেন, ভয় কি মা । ভগবান আছেন।

শ্রদ্ধ-শেষে যাহা বাঁচিয়াছিল, তাহাতে একমাস কোন
মতে কাটিয়া গেল। তাবপব একদিন আকাশ মেঘমুক্ত
দেখিয়া, প্রভাত না হইতেই তিনি ঘবে-দোবে চাবি দিয়া
মেয়েব হাত ধবিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মেয়ে প্রশ্ন কবিল, কোথায় যাবে মা ?

পথ-নির্দেশ

মা বলিলেন, কল্‌কাতায়, তোব দাদাব বাড়ীতে ।

আমাব আবাব দাদা কে ? কোন দিন ত তাঁর কথা
বল নি ?

মা একটু চুপ কবিয়া বলিলেন, 'এত দিন আমাব মনে
পড়ে নি মা ।

হেম অতিশয় বুদ্ধিমতী, সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,
কাজ নেই মা, কার বাড়ী গিয়ে । দেশে থেকে ছুঃখ কবলে
আমাদের ছোটো পেটের ভাত জুটবে—আমি ঘর ছেড়ে
কোথাও যাব না ।

স্বলোচনা উদ্ভিগ্ন-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, দাঁড়াস্‌ নে হেম,
সকাল হ'বে যাবে ।

চলিতে চলিতে বলিলেন, তিনি থেকে অনেক লেখা-
পড়া শিখিয়েছেন—সে সমস্ত জগে ফেলিস্‌ নে । তুই আমাকে
কি বলবি হেম । আমি জানি, ঘরে ব'সে মাষে-ঝিয়ে ছুঃখ
কবলে পেটের ভাতটা জুটবে, কিন্তু তোব বিধে দেব কি
কবে বল দোঁপ মা ?

হেম বলিল, বিধে নাই দিলে ।

জাত যাবে যে বে ।

হেম বলিল, গেলেই বা মা । আমবা ছুটি মাষে-ঝিয়ে
থাক্ব—ছুঃখ ক'বে খাব, আমাদের জাত থাকলেই বা কি,

পথ-নির্দেশ

গেলেই বা কি। পৃথিবীতে আবো অনেক জাত আছে, মেঘেব বিঘে না দিলে তাদেব জাত যায় না। আমবা না হয়, তাদেব মত হ'য়ে থাকব।

মেঘেব কথা শুনিয়া স্নলোচনা এত দুঃখেব মাঝেও একটুখানি হাসিলেন, বলিলেন, তা হ'লেও গাঁ ছাড়তে হবে। জাত গেলে কেউ উঠান ঝাঁট দিতেও ডাকবে না।

হেম আব জবাব দিল না। বিস্তব অপ্রীতিকব স্মৃতি ইহাব পশ্চাতে উত্তত হইয়াছিল, সেইগুলি দমন কবিয়া লহয়া সে চুপ কবিয়া পথ চলিতে লাগিল।

যে পথটা গজাব পাশ দিয়া, ঘুবিয়া ঘুবিয়া শ্রীবামপুব ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাঁহাবা সেই পথ ধবিয়া প্রাঘ ক্রোশখানেক আসিয়া পথিপার্শ্বে সিদ্ধেশ্বরীব ঘবেব সম্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন। গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম কবিয়া উঠিবা হেম বলিল, মা, সকাল হ'য়ে গেছে, আমাব পথ চলতে লজ্জা হ'চ্ছে।

স্নলোচনাব নিজেবও লজ্জা কবিতেছিল। নিচে এক বৃদ্ধা প্রাতঃস্নানে আসিতেছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, মা, শ্রীবামপুব ইষ্টশানেব এই পথ না?

বৃদ্ধা ক্ষণকাল তাঁহাব মুখপানে চাফিয়া প্রশ্ন কবিলেন, তোমবা কোথা থেকে আসচ মা?

পথ-নির্দেশ

স্লোচনা সে কথাব জবাব না দিয়া বলিলেন, ইষ্টিশানে
নাবাব আঁব কোন পথ নেই মা ?

দেবালয়েব বিপৰ্বীত দিকে একটি ছোট গলি ববাবব
বেলওযে লাইনেব উপব আসিয়া পডিয়াছিল। বৃদ্ধা সেই
পথটী দেখাইবা দিয়া বলিলেন, এই গলিটা বামুনদেব বাডীৰ
পাশ দিযে ববাবব বেলেব বাস্তাব গিযে মিশেছে। এই পথ
দিযে যাও। বেলেব বাস্তা ধ'বে সোজা বাঁ-দিকে গেলে
ছিৰামপুৰ ইষ্টিশানে পৌছুবে- যাও মা, ভয় নেই, কেউ কিছু
বদাবে না।

স্লোচনা কোনৰূপ দ্বিধা না কৰিয়া মেযেব হাত ধৰিয়া
গলিৰ মধ্যে ঢুকিয়া পডিল।

আমগাষ্ট ষ্ট্রীটেব উপর গুণেন্দ্রব প্রকাণ্ড বাড়ী প্রায় খালি পড়িয়াছিল। তেতলাব একটা ঘবে সে শয়ন কবিত, আর একটায় লেখা-পড়া কবিত। বাকি ঘবগুলো এব° সমস্ত দ্বিতলটা শূন্য পড়িয়াছিল। নিচেব তলায এক পাচক, দুই ভূতা ও এক দাবোয়ান এক-একটা ঘব দখল কবিয়া থাকিত, তদ্বিগ্ন সমস্ত ঘবই তালা-বন্ধ।

গুণেন্দ্রব পিতা লোহাব ব্যবসা কবিয়া মৃত্যুকালে এত টাকা বাখিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহাব এক সন্তান না থাকিয়া দশ সন্তান থাকিলেও কাহাবো উপার্জন কবিবাব প্রয়োজন হইত না, সেই টাকা এবং পিতাব লোহাব কানবাব বিক্রয় কবিয়া ফেলিয়া সমস্ত টাকা গুণেন্দ্র ব্যাঙ্কে জমা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আদালতে ওকালতি কবিতে বাহিব হইয়াছিল, ভূতা আসিয়া বলিল, বাবু, আপনাব চানেক সময় হ য়েছে।

যাচ্ছি, বলিয়া গুণেন্দ্র পড়িতে লাগিল।

ভূতাটা খানিক পবেই ফিবিয়া আসিয়া বলিা, তুটি মেয়েমানুষ আপনাব সঙ্গে দেখা কবতে চান।

পথ-নির্দেশ

গুণেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বই হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, আমাব সঙ্গে ?

হাঁ বাবু, আপনাব সঙ্গে । আপনাব—

তাহাব কথা শেষ না হইতেই স্নলোচনা যবে প্রবেশ কবিলেন । গুণেন্দ্র বই বন্ধ কবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ।

স্নলোচনা চাকবটাব দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুই নিজেব কাজে যা ।

ভত্য চটিয়া গেলে বলিলেন, গুণি, তোমাব বাবা কোথায় বাবা ? গুণেন্দ্র অশ্রুত হইয়া চাহিয়া বহিল, জবাব দিতে পারিল না ।

স্নলোচনা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমাব মুখেব দিকে চেবে চিন্তে পাববে না বাবা । প্রায় বাব বছর আগে তোমাদেবই পাশেব বাড়ীতে আমবা ছিলাম । সেহ বছবে তোমাব পৈতা হব, আমবাও বাড়ী চলে যাই । তোমাব বাবা কি দোকানে গেছেন ?

গুণেন্দ্র বলিল, না, বছর-তিনেক হ'ল মাবা গেছেন ।

মাবা গেছেন । তোমাব পিসিমা ?

তিনিও নেই । তিনি বাবাব পূর্বেই গেছেন ।

স্নলোচনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দেখ্ছি শুধু আমিই আছি । তোমাব মা বগন মাবা যান, তখন তুমি

পথ-নির্দেশ

সাত বছরেরটি । তাব পব পৈতে না হওয়া পর্য্যন্ত আমাব
কাছেই তুমি মান্নব হ'বেছিলে । হাঁ, গুণি, তোব সহমাকে
মনে পড়ে না বে ?

গুণেন্দ্র তৎক্ষণাৎ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম কবিয়া
পাষেব ধূলি মাথাষ তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, হাঁ, মা !
তুমি ?

স্নলোচনা হাত বাড়াইয়া তাহাব চিবুক স্পর্শ কবিয়া
নিজেব অঙ্গুলিব প্রান্তভাগ চুষন কবিয়া বলিলেন, হা বাবা
আমিই ।

গুণেন্দ্র একখানা চৌকি টানিয়া বলিল, বসো মা ।

স্নলোচনা হাসিয়া বলিলেন, বখন তোব আশ্রবে এসেছি
তখন বসব বৈ কি । হাঁ বে তুই এখনো বিধে কবিস্ নি ?

এবাব গুণেন্দ্র হাসিয়া বলিল, এখনো ত সময় হ'যে
ওঠে নি ।

স্নলোচনা বলিলেন, এইবাব হবে । বাড়ীতে কি কেউ
মেয়েমান্নব নেই ?

না ।

বাঁধে কে ?

একজন বামুন আছে ।

স্নলোচনা বলিলেন, বামুনেব আব দবকাব নেই, এখন

পথ-নির্দেশ

থেকে আমি বাঁধব। আচ্ছা, সে পবে হবে। আমার আবো দু-চাবটে কথা আছে, সেইগুলো ব'লে নি। আমার স্বামীৰ এখানকাৰ কাজ যাবাব পবে আমবা বাডী চ'লে যাই। হাতে কিছু টাকা তখন ছিল, দেশেও কিছু জমি-জমা ছিল। এতেই এক বকম স্বচ্ছন্দে দিন কাটছিল। তাবপব গত বৎসব তাঁকে যক্ষ্মাবোগে ধবে। চিকিৎসাব খবচে, একেবাবে সৰ্ব্বস্বান্ত ক'বে তিনি মাস-খানেক পূৰ্বে স্বৰ্গে গেলেন। এখন অনাথাকে দুটি খেতে দিবি এই প্রার্থনা।

তাঁব চোখ দিবা টপ্ টপ্, কবিযা জল ঝৰিযা পড়িতে লাগিল। গুণেন্দ্ৰব চোখও ছল ছল কবিযা উঠিল। সে কাতব হইযা বলিল, মাকে মানুষে খেতে দেয না, তুমি কি এই কথা মনে ভেবে এখানে এসেছ মা ?

স্বলোচনা আঁচল দিবা চোখেব জল মুছিযা বলিলেন, না বাবা, সে কথা মনে ভেবে আসি নি। তা হ'লে এত দুঃখেও বোধ হয় আসতাম না। তোকে ছোটটি দেখে গেছি, আজ বাব বছব পবে দুঃখেব দিনে যখনি মনে পড়েছে, কোন শঙ্কা না ক'বেই চ'লে এসেছি। তা ছাড়া আবো একটি কথা আছে, আমার মেযে হেমনলিনী—সে তোবই বোন—সে আঁণাব আমার চেযে অনাথা। নিযেব বযস হ'যেছে, কিন্তু

পথ-নির্দেশ

নিয়ে দিতে পারি নি। তাব উপায় তোকে ক'বে দিতে হবে।

গুণেন্দ্র বলিল, তাকে কেন সঙ্গে আন নি মা?

সুলোচনা বলিলেন, এনেছি। কিন্তু সে বড় অভিমାନিনী! পাছে এ সব কথা শুনতে পায়, তাই তাকে নিচে বসিয়ে বেথে, আমি একলাই ওপবে এসেছি।

গুণেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া চাকবটাকে চীৎকার করিয়া ডাক দিয়া বলিল, ও নন্দা, নিচে হেম ব'সে আছে যা শীগগির ডেকে নিয়ে আয়।

সুলোচনা বলিলেন, তাকে উদ্ধার করতে তোব খবর হবে—সে ঋণ আমি কোন দিন

গুণেন্দ্র বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তবে মা, আমি বাইবে যাই, তোমাব যা মখে আসে বল। কিন্তু আমার মা ম'বে যাবাব পব তুমি যা ক'বেছিলে, সে সব ঋণেব কথা আমি ভুলি তা হ'লে ব'লে রাখছি না, তোমাকেও লজ্জায় বাইবে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাব চেয়ে কাজ নেই—তুমিও চুপ কব, আমিও কবি।

সুলোচনা হাসিয়া বলিলেন, তাই ভাল। তবে মেঘেটা আসচে তাব সামনে আব বলা হবে না—তাই এই বেলা ব'লে রাখি। মনে কবিস্ নি গুণি, আমি মাথের চোখ নিয়ে

পথ-নির্দেশ

একথা বল্চি, কিন্তু হেম এঁও দেখতে পাবি তোব বোন রূপে
 গুণে কোন মাহুষেবই অযোগ্য হবে না। তাব বাপ তাকে
 অনেক লেখাপড়া শিখিয়েচে - শে। কয়েক বছর এইটেই
 তাব একমাত্র কাজ ছিলা। আমি বল্চি, ও মেয়ে যাব যবে
 যাবে, তাব ঘবই আলো হবে। ও হেম, এই দিকে আয়—
 ইনি তোব গুণিদাদা—প্রণাম কব্।

হেম ঘবে ঢুকিয়া গুণেন্দ্রকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া নত-
 মখে দাঁড়াইল। তাহাব পথশ্রমে ক্লান্ত মথের দিকে চাহিয়া
 গুণেন্দ্র বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল। স্মলোচনা
 বোধ কবি সে ভাব লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন, 'গুণি, হেমকে
 তোব হাতেই দিতাম, যদি না দেশাচাবে নিষেধ থাকত।
 আমি ম'লে হেমের দশ দিন অশৌচ হবে, তোকেও তিন
 দিন অশৌচ মানতে হবে, তাই সম্মত; ও তোব বোন
 হয়।

গুণেন্দ্র এবাব নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া হেমকে
 'উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, হেম গুলে ত—আমাদের একই মা।
 মায়েব বাড়ীতে আমিও যেমন, তুমিও তেমনি! চল,
 তোমাদের খাবাব যোগাড় ক'বে দি।

স্মলোচনা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, গুণি, তোব গলায়
 পৈতে দেখচি না যে।

পথ-নির্দেশ

গুণেন্দ্র খালি গাধে ছিল, সে নিজে গলাব দিকে এক-
ঝাব চাহিয়া দেখিয়া হাসিয়া বলিল, আমবা ব্রাহ্ম ।

ব্রাহ্ম ? ছি বাবা, কাজটা ভাল কব নি । যাই হোক,
প্রায়শ্চিত্ত ক'বে পৈতে নাও ।

গুণেন্দ্র বলিল, কাজটা যদিও আমার ঠিক করা নয়,
বাবা নিজেই ক'বে গেছেন, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত কবাবও কোন
আবশ্যক দেখি নে মা । ব্রাহ্ম মতটা মন্দ ব'লে মনে
করি না ।

স্ললোচনা মনে মনে বেন শক্ত আঘাত পাইয়া বসিয়া
পড়িলেন । খানিক পবে নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, জানি
নে, কেন মানুষের এ সব দুর্বুদ্ধি হয় ।

গুণেন্দ্র হাসিয়া বলিল, দুর্বুদ্ধির কথা অল্প সময়েও
হ'তে পাৰ্বে মা, এখন বাগ্নাঘবের দিকে চল ।

পথিক বেমন গাছতলায় বাঁধিয়া থাইয়া হাঁড়িটা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায় এবং তখন চাহিয়া দেখে না হাঁড়িটা ভাঙিল কি বাঁচিল, সংসাবে শতকরা নব্বই জন লোক ঠিক এমনি কবিবাই সবস্বতীব কাছ হইতে কাজ আদায় কবিয়া মা লক্ষ্মীর বাজপথেব ধাবে নিশ্চয়ভাবে তাঁহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়—একবার ফিবিয়াও দেখে না তিনি ভাঙিলেন, কি বাঁচিলেন। গুণেন্দ্র সেক্ষপ কবে নাই। সে চিবদিন যে ভাবে শ্রদ্ধা কবিয়া, সেবা কবিয়া আসিয়াছিল, উকীল হইয়াও ঠিক তেমনি কবিবাই সবস্বতীব সেবা কবিতো লাগিল। তাহাব পড়িবাব ঘব পুস্তকে ভণিয়া উঠিয়াছিল, সেই ঘবেব মধ্যে তেমনলিনী ভাবি আশ্রয় পাইল। গুণেন্দ্র গুছান প্রকৃতির লোক ছিল না বলিয়া তাহাব যে পুস্তক একবার আলমারীর বাহিরে আসিত তাহা শীঘ্র আব ভিতবে প্রবেশ কবিতো পাইত না। টেবিল, চেযাব অবশেষে নিচের গালিচাব উপর পড়িয়া পড়িয়া স্তদীর্ঘ কাল পবে যদি কোন গতিকে নন্দাব সাহায্যে ভিতবে প্রবেশ কবিত, আবশ্যক হইলে আব বাঁচিব হইত না—এমনি মিশিয়া যাইত। একটা

পথ-নির্দেশ

পুষ্টকেব তালিকাও তাহাব ছিল বটে, কিন্তু সেটাকে কাজে লাগাইবার কিছুমাত্র উপায় ছিল না।

হেম এই বিশৃঙ্খলা দুই-চারি দিনেব মধ্যেই ঠিক কবিয়া ফেলিল। একদিন একটা আলমাবি খালি কবিয়া সমস্ত বই নিচে নামাইয়াছে, এমন সময়ে গুণেন্দ্র ঘবে ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়া হেম বলিল, গুণিদা, এই বইগুলো ঐ আলমাবিতে, আর ওই বইগুলো এই আলমাবিতে রাখলে ভাবি সুবিধে হব।

গুণেন্দ্র হাসিয়া বলিল, কি সুবিধে হয় ?

হেম বলিল, বাঃ সুবিধে হবে না ? দেখ্চ না এই বইগুলো এইটাতে রাখলে কেমন—

গুণেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বলিল, দেখতে পাচ্ছি বটে, খুব সুবিধে হবে।

হেম একটা চৌকিব উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, যাও— কব্ব না, তোমাব ভাল কব্বতে নেই।

গুণেন্দ্র একখানা বই তুলিয়া লইয়া হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

এই সবটিতে হেমনলিনী দিবাবাত্র থাকিত বলিয়া, গুণেন্দ্র আজকাল তাহাব শোবাব ঘবে বসিয়াই পড়া-শুনা কবিত। একদিন ববিবাবে দুপুর-বেলা হেম বাহিব হইতে ডাকিয়া বলিল, গুণিদা আসব ?

পথ-নির্দেশ

গুণী ভিতব হইতে বলিল, এস ।

হেম ঘবে ঢুকিযাই বলিল, তুমি সব সময়ে এই শোবার ঘবে ব'সেই বই পড় কেন ?

দোষ কি ? এ ঘবে কি বিড়ো কম হয় ?

তোমাব পড়বার ঘবেই কি এতদিন কম হ'য়েছিল ?

গুণেন্দ্র বলিল, কম হয় নি বটে, কিন্তু কাঁচা হয়েছিল—
এই ঘবে সেগুলো পাকছে ।

হেম প্রথমে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু কথাটা বুঝিতে না পাবিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, তোমাব কেবল তামাসা ।
একটা কথাও তুমি সোজা ক'বে বলতে জান না ।

গুণী নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল, জবাব দিল না ।

হেম বলিল, আমি কিন্তু জানি । ও-ঘবে আমি থাকি
ব'লেহ্ তুমি বাও না । আমাকে তুমি লজ্জা কব । আমি
কিন্তু তোমাকে একটুও লজ্জা কবি নে ।

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, কেন কব না, ক'বা ত উচিত ।

হেম, হাত দিয়া একগাছা চুল কপালের উপর হইতে
পিঠেব দিকে সবাইয়া দিয়া বলিল, তোমাকে আবাব লজ্জা
করিতে যাব কি, তুমি কি পব ? সে হবে না গুণিদা, চল
সে ঘবে । বলিয়া সে বইগুলো তুলিয়া লইয়া বাহির
হইয়া গেল ।

পথ-নির্দেশ

হেমের সর্বদা ব্যবহারের জন্ত হার, চুড়ি, বালা প্রভৃতি কতকগুলো অলঙ্কার গুণী কিনিয়া আনিয়াছিল। স্নলোচনা দেখিয়া বলিলেন, কেন বাবা, এ সব ?

গুণী বলিল, এই ক'টিতে কি হবে মা, আবার ঢের চাই। শুধু হাতে ত মেয়ে পাব হবে না।

স্নলোচনা আবার কথা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দুটিতে কেমন কবিয়া যে এত সম্ভব এত আপনাব হইয়া গেল, এই কথা তিনি যখন তখন ভাবিতে লাগিলেন। একদিন তিনি গুণীকে ডাকিয়া বলিলেন, এই সামনের অস্ত্রাণ ঘেন ব'য়ে না যায বাবা। যেমন ক'বে হোক, ওব বিষে দিতেই হবে। মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

গুণী বলিল, সে জন্ত তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা। কিন্তু হাত-পা বেঁধে জলে ফেলেও ত দিতে পারব না। একটি স্নপাত্র চাই।

স্নলোচনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, স্নপাত্র অপাত্র ওব অদৃষ্ট গুণী। আমাদের কাজ আমবা করব, তাবপব ভগবানের হাত।

সে ঠিক কথা মা, বলিয়া গুণী চলিয়া গেল। তাহার মুখের উপর দিয়া একটা কাল ছায়া ভাসিয়া গেল, স্নলোচনা

পথ-নির্দেশ

তাহা লক্ষ্য কবিয়া আব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিজেব কাজে চলিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন, না, ভাল হচ্ছে না—যত শীঘ্র পাবা যায় পাত্রস্থ কবা চাই।

কয়েকদিন পরে, হেম ঃঠাৎ ঘবে ঢুকিয়াই বলিল, এখনো শুষে আছ—কাপড পর নি? শীগ্গিব ওঠ।

শুগী বিচানাব উপর শুইয়া চুপ কবিয়া চাহিয়া বহিল। হেম আলমারিব কাছে গিয়া খট্ কবিয়া আলমারি খুলিয়া একমুঠা নোট ও টাকা লইয়া আঁচলে বাঁধিল। চাবি বন্ধ কবিয়া কাছে আসিয়া বলিল, তোমাব পাষে পডি শুগীদা, আব দেবি ক'বো না, ওঠ। দোকান বন্ধ হ'যে যাবে!

শুগী তাহাব সাজগোজ দেখিয়া কতকটা অনুমান কবিয়াছিল, জিজ্ঞাসা কবিল, কোথায় যেতে হবে?

হেম ব্যস্ত হইয়া বলিল, বেশ। গাড়ী তৈরি কবতে ব'লে দিযেচি এক ঘণ্টা আগে। এখন—তুমি বল্চ কোথায় যেতে হবে।

শুগী বলিল, কোচম্যান্ না ঃব জানতে পাবে, কোথায় যেতে হবে, আমি ত কোচম্যান্ নই জান্ব কি ক'বে?

হেম হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি কোচম্যান্ কেন হবে শুগীদা? চল দোকান বন্ধ হ'যে যাবে।

কোন্ দোকান?

পথ-নির্দেশ

বইয়েব দোকান গো। তোমাকে মানদা ব'লে
ঘাষ নি? আমি তাকে দিঘে ব'লে পাঠিয়েছিলাম যে।
অনেক ভাল ভাল নূতন বাঙ্গলা বই বেবিযেছে—আমি
একটা লিষ্ট কবেচি।

তাগাব হাতে একটা কাগজের টুক্বো দেখিয়া গুলী
হাত বাড়াইয়া বলিল, লিষ্ট দেখি।

না, তা হ'লে তুমি কিন্তে দেবে না।

তা হ'লে চুরি ক'বে কিন্লেও পডতে দেবো না।

হেম ক্ষণকাল চুপ কবিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা চল,
গাড়ীতে দেখাব।

সন্ধ্যাব সময় তাগাবা একগাড়ী বই কিনিয়া ফিবিয়া
আসিল। সুলোচনা দেখিয়া বলিলেন, ইস্। এত বই কি
হবে বে!

গুলী বলিল, কি জানি মা, ও সব হেমেব বই।
কেবল কতক গুলো বাজে বই কিনে টাকা নষ্ট ক'বে এল।

সুলোচনা বলিলেন, তুই দিলি কেন?

গুলী বলিল, আমি কেন দেব? চাৰি ওব হাতে, ও
নিজে টাকা নিলে, গাড়ী তৈরি কব্তে ব'লে দিলে, তাবপব
নিজে গিয়ে কিনে আন্লে—আমি শুধু সঙ্গে ছিলাম
বৈ ত নয়।

পথ-নির্দেশ

হেম পুস্তকেব বাণি নন্দাকে দিয়া, মানদাকে দিয়া
এবং কতক নিজে বহিয়া লইয়া তেতলাব ঘৰে চলিয়া গেল।
স্বলোচনা বলিলেন, গুণী, অত প্রশ্ন দিস্ নে বাবা।
কোথায় কাব হাতে পড়বে, তখন দুঃখে মাৰা যাবে।

গুণী উপবে পড়িবাব ঘৰে গিয়া দেখিল, হেম গ্যাসেব
আলোকে নিচে বসিয়া নতন পুস্তকেব পিছনে আটা দিয়া
নম্বৰ আঁটিতেছে, দেখিয়া বলিল, মা ব'লেছেন, তোমাকে
আব প্রশ্ন দেওয়া হবে না। কোথায় কাব হাতে প'ড়ে
দুঃখে মাৰা যাবে।

হেম মুখ ফিৰাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, কেন মাৰা বাব।
আমাকে গবীৰ-দুঃখীৰ ঘৰে দিলে, আমি তাব পবেব দিনই
পালিষে আস্ব।

গুণী হাসিয়া বলিল, তবে সেই ভাল।

হেম আব জবাব দিল না, কাজ কৰিতে লাগিল।
গুণেন্দ্ৰ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাৰাব দিকে চাহিয়া থাকিয়া অতি
ক্ষুদ্ৰ একটা নিশ্বাস দমন কৰিয়া লইয়া নিজেব ঘৰে
চলিয়া গেল।

দুৰ্গাপূজা শেষ হইয়া গেল। বিজয়াব দিনে গাভী
কৰিয়া ঠাকুব ভাসান দেখিয়া ফিলিয়া মাকে প্রণাম কৰিয়া
উপবে উঠিয়া গেল। তেতলাব খোলা ছাদেব উপৰ

পথ-নির্দেশ

জ্যোৎস্নার আলোকে গুণেন্দ্র একাকী পাযচাৰি কবিতেছিল,
হেম স্নমুখে আসিয়া তাহাব পাযেব উপব মাথা বাখিয়া
প্রণাম কৰিয়া পাযেব ধূলা মাথায় লইয়া দাঁড়াইল। গুণেন্দ্র
নিঃশব্দে তাহাব মুখেব পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া, একবাব
একটুখানি যেন লজ্জা কৰিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই বলিল,
আমাকে আশীৰ্বাদ কৰ্মলে না গুণিন্দা ?

গুণেন্দ্রব চমক ভাঙিয়া গেল। তাডাতাডি বলিয়া
'উঠিল, ক'বেছি বৈ কি।

কৈ কবলে ?

মনে মনে ক'বেছি।

হেম হাসি চাপিয়া বলিল, কি আশীৰ্বাদ কৰ্মলে
আমাকে বল।

গুণেন্দ্র বিপদগ্রস্ত হইয়া অবশেষে গম্ভীৰ হইয়া বলিল,
আশীৰ্বাদ ক'বে বলতে নেই। তা হ'লে ফলে না।

হেম বলিল, আচ্ছা সে হবে, তুমি মাকে প্রণাম
ক'বেচ ?

সে ত বোজ কবি।

হেম ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, সে হবে না ! আজ
বিজয়া, আজ বিশেষ ক'রে প্রণাম কৰ্মতে হয়। শীগ্গিব
যাও—না হ'লে তিনি দুঃখ কৰ্মবেন।

পথ-নির্দেশ

গুণেন্দ্র নিচে নামিয়া গেল ।

কার্ত্তিক মাসেব মাঝামাঝি একদিন হেম ঝড়ের মত ঘবে ঢুকিয়াই বলিল, তোমাদের কি আব কথা নেই, আব কাজ নেই ? কেন, তোমাদের কি ক'বেছি আমি ! বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল ।

গুণেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, কি হযেছে হেম ?

হেম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, যেন কিছু জানে না । কি হ'যেছে হেম । মা বলছিলেন, শান্তিপুবে, না কোথায়, সমস্ত ঠিক হ'যে গেছে ! আমি যদি বিয়ে না কবি, তোমরা কি জোব ক'বে আমার হাত পা বেঁধে দিতে পার ?

গুণেন্দ্র এবার বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, ওঃ --এই কথা । বড় হ'বেছ, তোমার বিয়ে দিতে হবে না ?

না ।

না কি ? বিয়ে না দিলে জাত যাবে যে ।

বিয়ে না দিলে তোমাদের জাত যায় কি ?

গুণেন্দ্র কহিল, আমাদের বাব না—আমরা ব্রাহ্ম । কিন্তু তোমাদের যখন সময়ে না দিলে জাত যায়, তখন দিতে হবে ।

হেম চোখ মুছিয়া বলিল, তোমরা ঠিক । তোমরাই মানুষ, তাই মানুষকে এমন ধ'বে বেঁধে বধ কব না । আমি

পথ-নির্দেশ

কিছুতেই এ-বাড়ী ছেড়ে যাব না—তা তোমরা যত মৎলবই কর না।

গুণেন্দ্র তাহাকে শাস্ত কবিবার অভিপ্রায়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, সেও খুব বড় বাড়ী। তিনি দেখতে শুন্তে ভাল, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বড়লোক, সেখানে তোমাব কোন কষ্ট হবে না।

হেম কিছুমাত্র শাস্ত না হইয়া সবেগে মুখেব উপর হইতে চুল সরাইয়া দিয়া কহিল, সে হবে না—কিছুতেই হবে না, তোমায আমি বল্চি। আমি তোমাদেব ভাব বোঝা হ'য়ে থাকি, আমাকে খেতে দিতে হবে না! আমি উপোস্ ক'বে আমাব পড়্‌বাব ঘরে প'ড়ে থাকব—আমি কিছু চাইব না।

গুণেন্দ্র হাসিবাব চেষ্টা কবিয়া বলিল, সেখানেও তোমাব পড়্‌বাব ঘর পাবে। না পাও, তোমাব এই ঘর আমি সেখানে তুলে দিবে আস্ব।

হেম সে কথায কর্ণপাত না কবিয়া কাঁদিয়া বলিল, তোমাকে কিছু কব্‌তে হবে না গুণীন্দা, কিছু না। এই অস্ত্রাণ মাসে? এই এক মাস পবে? তোমাব ছুটি পাখে পডি গুণীন্দা, তুমি সম্বন্ধ ভেঙে দাও।

তাগাব কান্না দেখিয়া গুণেন্দ্রব নিজেব চোখও ভিজিয়া

পথ-নির্দেশ

উঠিয়াছিল। সে কোন মতে আত্মসংবরণ কবিয়া লইয়া বলিল, সে কি হয় ভাই? সে হয় না। কথা-বার্তা সব পাকা হ'য়ে গেছে।

ছাই কথা-বার্তা! ছাই পাকা কথা। তুমি সম্বন্ধ ক'বেছ, তুমি ইচ্ছে কবলে ভেঙে দিতে পার। আমি হাত জোড় ক'বে বল্চি গুণীদা, আমার এই কথাটি বাথো।

স্বলোচনা সন্ধিগ্ন-চিত্তে পিছনে পিছনে উপবে উঠিয়া আসিয়াছিলেন, ঘবে ঢুকিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, এ সমস্ত তোব কি হ'চ্ছে হেম? এ সব কি পাগলের মত বকচিস্? সম্বন্ধ কি কখনো ভাঙা যায়, না পাকা কথাব নডচড় করা যায়? আব ভাঙবেই বা কেন? তোব ভাগ্যি ভাল যে, এমন ভাই পেয়েচিস্। এমন সম্বন্ধ জুটেছে—তুই বলিস্ কি না, ভেঙে দিতে? বাঙালী মেয়ে গুণানীর মত আইবুড়ো খুবড়ো হ'য়ে থাকবি? বা নিচে যা।

হেম চলিয়া গেল, স্বলোচনা গুণেন্দ্রব দিকে চাহিয়া কহিলেন, এই সব দিন বাত বই পড়ান ফল। চব্বিশ-ঘণ্টা নভেল, নাটক নিয়ে থাকলেই এই সমস্ত দুর্দ্বিতি হয়। অজ্ঞান মাসে যেমন ক'বে তোক, ওকে বিদেয় কবতেই হবে।

গুণেন্দ্র চুপ কবিয়া বসিয়া বহিল। স্বলোচনা আবো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেলেন।

পথ-নির্দেশ

দুই দিন পরে আদালত হইতে ফিবিয়া কি একটা বইয়ের জন্ত গুণেন্দ্র পড়িবাব ঘবে ঢুকিতে যাইতেছিল, ভিতব হইতে হেম বলিয়া উঠিল, এসো না গুণীদা, আমি খাচ্ছি।

গুণী থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, খেলেই বা। আমি ঘরে ঢুকলেই কি খাওয়া নষ্ট হবে ?

হেম কহিল, সমস্ত ঘবময় কার্পেট পাতা বয়েছে যে।

গুণী বলিল, তোমার দাসী মানদা ঢুকলে জাত যায় না। আমি কি তাব চেয়ে ছোট ?

হেম অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা এস আমাব খাওয়া হযেচে। বলিয়া খাবাবেব থালাটা ঠেলিয়া টেবিলের ওধাবে সবাইয়া দিল।

না না, তুমি খাও, তুমি খাও, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি। বলিয়া গুণী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। তাগাব বুকেব ভিতবটা যেন আলা কবিতে লাগিল।

পবদিন বেলা দশটার সময় গুণী ভাত খাইয়া উঠিবামাত্রই হেম কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই পাতা আসনে বসিয়া বলিল, বামুনঠাকুব, আমাকে এই পাত্তে ভাত দাও।

বামুনঠাকুব আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, ওতে যে বাবু খেযে গেলেন ?

পথ-নির্দেশ

হেম বলিল, হাঁ, হাঁ, জ্ঞান, তুমি দাও না।

পাশেব ঘব হইতে শুনিতে পাইয়া স্নলোচনা নিকটে আসিয়া বলিলেন, ও কি কচ্ছিস্ হেম ! ও যে গুণীব এঁটো পাত , যা কাপড ছেড়ে গঙ্গাজল স্পর্শ ক'বে আয়।

হেম উচ্ছিষ্টাবশেষ হইতে একগ্রাস মুখে পুবিয়া দিয়া বলিল, ঠাকুব, ভাত দাও। গুণীদাব এঁটো পাতে ব'সে খাবাব যোগ্যতা সংসারের ক'জনের ভাগ্যে আছে ? এ পাতে খেতে পাওয়া ভাগ্য।

স্নলোচনা অবাক্ হইয়া চাহিয়া বহিলেন, বামুনঠাকুব আরও ভাত তবকাবি আনিয়া থালের উপর দিয়া গেল।

গুণী বাবান্দাব ওধাবে বসিয়া মুখ ধুইতেছিল, সমস্ত শুনিতে পাইল। সন্ধ্যাব পব সে হেমকে বলিল, আজ হেমের জাত গেল।

হেম নূতন বই লইয়া মগ্ন হইয়া পড়িতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, তোমাকে কে বল্লে ?

যেই বলুক জাত গেছে ত ?

হেম মুখ তুলিয়া বলিল, না। তোমাব পাতে ব'সে খেলে কাক জাত যায় না—বাবা জাত তৈবী ক'বেচে—তাদেবও না।

গুণী অদূবে আর একটা চেযাবের উপর বসিয়া পড়িয়া

পথ-নির্দেশ

বলিল, তা হোক কিন্তু কাজটা ভাল হয় নি। যাব যা জাত, তাই তাব মেনে চলা উচিত। তা ছাড়া মাকে দুঃখ দেওয়া হয় যে।

হেম ক্ষণকাল চুপ কবিয়া থাকিয়া, হঠাৎ যেন বাগ কবিয়া বলিল, এ যেন তোমাব বাডী নয়, তোমাব জায়গা নয়, তুমি যেন সকলেব নিচে, সকলেব ছোট। এ যদি বা তোমাব সছ হয়, আমার হয় না। তোমাব পাতে বসে খেলে মা দুঃখ পান, না খেলে, মাব চেয়ে যিনি বড়, তাঁকে দুঃখ দেওয়া হয়। আচ্ছা, তুমি এখন যাও—আমি বকতে পারি নে, পড়ি। বলিয়া সে খোলা বইষেব পাতাব উপব তৎক্ষণাৎ বুকিয়া পড়িল।

গুণেন্দ্র পানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। তাহাব দুই চোখের উপব হইতে একটা কাল পর্দা আজ যেন অকস্মাৎ কোথায় অন্তর্দান হইয়া গেল।

অগ্রহাষণ মাসেব শেষে নবদ্বীপে এক বড়লোকেব ঘরে হেমেব বিবাহ হইয়া গেল। সে দুব হইতে গুণীদাকে প্রণাম কবিয়া স্বামীব ঘব কবিত্তে চলিয়া গেল। সেখানে শ্বশুর, শ্বশু, জা, ননদ, কেহই ছিল না ; স্বামীব পিতামর্গা এবং স্বামীব অবিবাহিত ছোটভাই—সে কলিকাতায় কলেজে পড়ে।

কিশৌরীবাবুব বয়স ছত্রিশেব কাছাকাছি। তিনি বিপ্লবীক হইয়া অবধি একটি ডাগব মেয়ে খুঁজিতেছিলেন, তাহঁ হেমেকে না দেখিবার তাঁগাব পছন্দ হইয়া গেল। বিবাহেব পব তিনি সুলোচনাকেও এ বাড়ীতে আনিবার জন্য পীড়াপীড়ি কবিত্তে লাগিলেন। সুলোচনা সম্মত হইয়া মেয়েব কাছে পত্র লিখাইলেন। তিনি নবদ্বীপে থাকিয়া পুণ্য-সঞ্চয় কবেন, এই ইচ্ছা।

হেম জ্বাবে লিখিল, তুমি যে বাড়ীতে আছ মা, সে বাড়ীব ছাওয়া দাগলেও সমস্ত নবদ্বীপ উদ্ধাব-হুঁস্মে যেতে পাবে। ওখানে থেকেও যদি তোমাব পুণ্যসঞ্চয় না হয়, বৈকুণ্ঠে গেলেও হবে না। শুঁকে ছেড়ে যদি তুমি এস, আমি নিজে গিয়ে তাঁব কাছে থাকব।

পথ-নির্দেশ

মেথেকে তিনি চিনিতেন, তাই যাইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু মন তাঁহার কোথাকাব অজানা নবদ্বীপেব আশে-পাশে দিবাবাত্রি ঘুবিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমনি কবিয়া আবো ছয় মাস কাটিয়া গেল। একদিন তিনি আৰ থাকিতে না পাবিয়া কি একটা উৎসবেব উপলক্ষ কবিয়া, নন্দাকে সঙ্গে কবিয়া ষ্টীমাবে চড়িয়া বসিলেন। সেখানে গিয়া তিনি মেথেকে বোগা দেখিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন, কেউ নাই এখানে, বোধ কবি তোব যত্ন হয় না। মেথে হাঁ-না একটা জবাবও দিল না।

উৎসব শেষ হইয়া গেলে, তবু তাঁহার ফিবিবাব গা নাই দেখিয়া একদিন হেম বলিল, আৰ কতদিন জামাইষেব বাডী থাকবে মা? লোকে নিন্দে কববে যে!

স্বলোচনা বাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, তুই আমাকে তাড়াতে পাৰ্লেই বাঁচিস্! এ তবু ত আপনাব মেথে-জামাইষেব বাডী, সেইখানেই কোন নিজেব বাডীতে ফিবে যাব শুনি?

হেম কিছুক্ষণ অবাক হইয়া থাকিয়া বলিল, তোমাব দোষ নেই মা, এ আমাদের মেথেমানুষেব স্বধৰ্ম্ম। আমরা আপনাব পৰ একদিনেই ভুলে যাই।

দিন কাটিতে লাগিল, আৰাব দুৰ্গাপূজা ঘুবিয়া আসিল।

পথ-নির্দেশ

গুণী বড় বটা কবিয়া পূজাব তত্ত্ব পাঠাইয়াছিল। স্নলোচনা তেমকে আডালে ডাকিয়া বলিলেন, গুণী আমার ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু এ সব জানে।

মিষ্টান্ন প্রভৃতি পাডায় বিতরণ কবিয়া, কাপড়-চোপড় সকলকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমি নেই, তাই ছেলে আমার বোনকে তত্ত্ব পাঠিয়েচে, এবং পূজা দেখিয়াই তিনি ঘবে ফিবিবেন, এ কথাও সকলের কাছে প্রচার করিয়া দিলেন। তাঁহাব যাওয়া সম্বন্ধে হেম সেদিন হইতে আব কোন কথা বলিত না, আজও চুপ কবিয়া বহিল। স্নলোচনা বুঝিতে না পাবিয়া মনে মনে বলিলেন, যদি কখন ভগবান দিন দেন তখন বুঝি মা, সন্তানকে ছেড়ে যেতে মাঘেব প্রাণ কি কবে!

কিন্তু পূজা শেষ না হইতেই স্নলোচনাকে শক্ত কবিয়া ম্যালেরিয়ায় ধবিল। মাস্থানেক অবতোগেব পবে, একদিন হেম বলিল, আব কেন মা, বিপদে মধুসূদনকে স্বরণ কবতে হয়, যদি বাচতে চাও গুণীদাকে ডাক দাও। বলিতে বলিতে তাহাব দুই চোখ জলে ভবিয়া গেল, তাবপব সেই জল ঝর্ ঝর্ কবিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, উর্দ্ধমুখে স্থিব হইয়া বসিয়া বহিল। মা বলিলেন, তাই কব্ হেম, তাকে চিঠি লিখে দে।

পথ-নির্দেশ

হেম বাড়ীর সরকাবকে দিয়া মাকে নইবার জন্ত গুণেন্দ্রকে চিঠি লিখাইয়া দিল।

দুই দিন পবে মানদা ও দাবোয়ান আসিয়া উপস্থিত হইল। হেম মানদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, গুণীদা এলো না কেন বে ?

মানদা বলিল, তাঁবও অসুখ। প্রায় দু হপ্তা হ'বে গেল, সর্দি-কাসি কোন দিন বা একটু অবও হয়, না হ'লে তিনিই আসতেন। হেম আশা কবিয়াছিল, গুণীদাদা আসিবে।

স্লোচনা চলিবা গেলেন। গুণী ঔষধ-পথ্যেব ব্যবস্থা কবিয়া দাস-দাসী সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে বায়ু-পবিবর্তনেব জন্ত পশ্চিমে পাঠাইয়া দিল। যাইবার সময় স্লোচনা বলিলেন, গুণী, তুইও আমার সঙ্গে আয় বাবা, তোব দেহটাও ভাল নেই—চল্ দুজনেই যাই। গুণী স্বীকার কবিতে পারিল না। তাঁহাব কলিকাতায কাজ ছিল, সে বহিষা গেল।

পশ্চিমে গিয়া স্লোচনা সাবিতে লাগিলেন। তিনি নবদ্বীপে ও কলিকাতায চিঠি লিখিয়া সংবাদ জানাইলেন যে, শরীর ভাল থাকিলে মাঘেব শেষে দেশে ফিবিবেন।

গত ছাব্বিশে অগ্রহায়ণ হেমের বিবাহ হইয়াছিল, আজ ছাব্বিশে অগ্রহায়ণ ফিবিয়া আসিয়াছে। হঠাৎ এই কথাটা শ্রবণ কবিয়া গুণী ক্ষণকালের জন্য বই হইতে মুখ তুলিবা

পথ-নির্দেশ

শুভ-দৃষ্টিতে জানালাৰ বাহিৰে চাহিয়াছিল, এমন সময়ে
পিছনে দ্ৰাবেন বাহিৰে দাঁড়াইবা নূতন দৰওয়ান ডাকিল,
মহাবাজ, একঠো জৰুৰি তাৰ আয়া।

গুণী মুখ ফিৰাইবা দেখিল, দৰওয়ান বুদ্ধি কৰিবা
পিষনকে সঙ্গে আনিবাছে। সে খাম হাতে দিবা দস্তখত
নইবা সেলাম কৰিবা চলিবা গেল।

গুণী তাৰ পড়িবা আশ্চৰ্য্য হইবা গেল। হেম খবৰ
দিতেছে, সে বওনা হইবা পড়িবাছে, হুগলীতে নামিয়া টেণে
কৰিবা আসিবে, স্ত্রতবাং বেলা তিন-চাবিটাব সময় হাওড়া
ষ্টেশনে যেন গাড়ী পাঠান হয়। সে কি জন্ত আসিতেছে,
সঙ্গে কে কে আছে, কিশোৰীবানু আছেন কিংবা সে একলাই
আসিতেছে, কিছুই বোঝা গেল না। বাড়ীতে জীলোক
কেহ ছিল না, মানদা স্নানোচনাব সহিত পশ্চিম গিৰাছিল,
তাই গুণী কিছু বিব্রত হইবা পড়িল। পুৰাতন কোচম্যান
গাড়ী নই। গেল এবং সন্ধ্যাব কিছু পূৰ্বে হেমকে লইবা
ফিৰিবা আসিল। সঙ্গে দাস-দাসী, চাকৰ এবং কিছু
জিনিষপত্ৰ ছিল। গুণী হেমকে দেখিবা শিহৰিবা উঠিবা
বলিল, এ কি বকম পাগলেন মত বেশ ক'বে আসা
হ'ল গুণি?

হেম ভূমিষ্ঠ হইবা প্ৰণাম কৰিবা বলিল, ওপৰে চল,

পথ-নির্দেশ

বল্টি। উপরে বসিবাব ঘবে গিবা স্থিৰ হইয়া বসিবা জিজ্ঞাসা কবিল, মা ত মাঘ মাসেৰ আগে ফিৰবেন না ?

গুণী বলিল, মা সেইবকমই ত লিখেছেন।

তা হ'লে তাঁকে এব মध्ये আব জানিয়ে কাজ নেই। কিন্তু, আশ্চর্য্য দেখ গুণীদা, আজকেব দিনে বিদেয় হ'য়ে ছিলাম, আজকেব দিনেই ফিবে এলাম।

গুণী বুঝিতে না পাবিবা বলিল, ফিবে এলাম কি ?

হেম সহজভাবে বলিলা, ফিবে এলাম বৈ কি ! আব সেখানে কি ক'বে থাকব ? কেন, তুমি কি আমাব থান-কাপড দেখে কিছু বুঝ্তে পাচ্ছ না ? পবন্তু কাজ-কৰ্ম্ম শেষ হয়ে গেল, আজ চ'লে এলাম।

গুণী স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া বহিল। অনেকক্ষণ পবে বলিল, একটা খববও দাও নি—কি হয়েছিল কিশৌবীবাবুব ?

হেম বলিল, ও বুধবাবে সন্ধ্যা-বেলাতেই কলেবাব লক্ষণ টেব পাওয়া যায়। ওদেশে বতদূৰ সাধ্য চিকিৎসা কবা গেদা, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। পবদিন দশটার সময় মাৰা গেলেন।

গুণী কিছুক্ষণ পবে অলক্ষ্যে আর্দ্রচক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, কিন্তু মা শুন্লে একেবাবে মাৰা যাবেন। যতদিন তিনি জানতে না পাবেন, ততদিনই ভাল।

পথ-নির্দেশ

হেম বলিল, কি ক'বে গুণীন্দা ? তোমরা ভগবানের বিবন্ধে ষড়যন্ত্র কবেছিলে সে কথা কেবল আমিই মনে মনে টেব পেয়েছিলাম । তখন আমার কথা তোমরা গ্রাহ্য ক'বো না—এখন কান্না, আঁহ হ্যাঁ হ্যাঁ । ক্ষিদে পেয়েছে, কি খাই বল ত ? কিন্তু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি, আর বাঁধতে পারব না—কিছু ফলমূল খেয়েই আজকেব দিন কাটাই ।

গুণী জিজ্ঞাসা করিল, ও বেলাতেও খাওয়া হয় নি ?

না । সকালে ষ্টিমার ধবতে হয়েছিল ।

* * * *

মানব শেষে স্মলোচনা ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু বোগ-মুক্ত হইয়া আসিতে পারিলেন না । তার পর ঘবে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া সেই দিনই তারার শয্যা গ্রহণ করিলেন । এ শোক তাঁহার বুকে শেগেব মত বাজিল । চিকিৎসা ও ঔষধ্যাব অন্ত বহিল না, কিন্তু কিছুতেই যেন কিছু হইতে চাহিল না । একদিন তাঁহার হাত-পা ফুলিয়া উঠিল দেখিয়া গুণী অতিশয় চিন্তিত হইল । সেদিন তিনিও গুণীকে নিভৃত্তে পাইয়া বলিলেন, আর কি হবে বাবা চেষ্টা ক'বে ? আমাকে একটু শান্তিতে যেতে দে ।

গুণী চোখের জল চাপিয়া বলিল, এমন কি হ'য়েচে মা, একেবারেই তুমি নিবাস হ'য়ে প'ড়েচ ?

পথ-নির্দেশ

স্লোচনা বলিলেন, আচ্ছা, তুই ব'লে দে, আমার আশা কবাব আব কি বাকি আছে ?

গুণী মুখ নীচু করিয়া বসিয়া বহিল ।

স্লোচনা বলিলেন, গুণী, আমি অত নির্কোষ নই বাবা । আমি জেনে শুনে যে পাপ ক'বেচি, সেই পাপ আগাকে যেন ভিতব থেকে গলে গলে ভস্ম ক'বে আন্চ । ক্ষণকাল নীবব থাকিয়া আবাব বলিলেন, একটি কথা আমাকে সত্য ক'বে বল্ গুণী ? আমি বেশ জানি, একদিন তুই আমার হেমকে স্নেহ কবতিস্, আব একবাব চেষ্টা কবনে তাকে আবাব স্নেহ কবতে পাবিস্ নে ?

গুণী মুখ নীচু করিয়া বলিল, তাকে ত চিবকালই স্নেহ কবি মা । সে দিনও করেচি, আজও কবি । তাব জন্তে তোমাব কোন ভাবনা নেই, আমি বেঁচে থাকতে সে কোন দুঃখ পাবে না ।

স্লোচনা বলিলেন, তা জানি । আচ্ছা, এই আমার শেষ আশীর্বাদ তোদেব উপব বইল , যদি কোন দিন আবশ্যক হয়, এ কথা তাকে বলিস্ ! আব একটা কথা বাবা—এখানে থাকতে হেম আমাকে চিঠি লিখেছিল,—মা, যেখানে তুমি আছ, সে বাড়ীব হাওয়া লাগলে সমস্ত নবদ্বীপ উদ্ধার হ'বে যেতে পাবে । ও বাড়ীতে থেকেও যদি তোমাদেব পুণ্যসঞ্চয়

পথ-নির্দেশ

না হয় নৈকুণ্ঠেও হবে না। আয় বাবা, আমার মরণ-কালে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ কৰ, যেন পাপমুক্ত হই। আমার অপরাধ যে কত বড় গুণী, সে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

গুণী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। সে বথার্থ-ই সুলোচনাকে মাযেব মত ভালবাসিত। সুলোচনা বলিলেন, হেমকে আমি কোন কথাই ব'লে যেতে পারব না। তাব সুখে দিকে তাকালেই আমার বুকের ভিতর হ'হ ক'বে জ্বলতে থাকে। লোকে সৎমান গল্প বলে, আমি সৎমান চেয়েও তাব শত্রু।

পৰদিন অত্যন্ত দাড়াবাড়ি হইল। তাহাব বাঁচিবাব আশা সকলেই ত্যাগ কবিল। তাহাব স্বাস কষ্টের সূত্রপাতেই তিনি হেমকে কাছে ডাকাইয়া তাহাব চিবুক স্পর্শ কবিনা চুপন কবিনাই কাঁদিয়া ফেলিলেন।

হেম, তবে বিদায় হ'লাম মা।

হেম মাযেব বুকের উপর পড়িয়া দুঃপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কতক্ষণ পবে তিনি ইসাবায় উঠিতে বলিয়া বলিলেন, কাঁদিস্ নে মা। সুখে দুঃখে পনের বছর তোকে বুকে ক'বে কাটিয়েছি, আজ সময় হয়েছে, তাই তোর বাপেব কাছেই বাছি। আজ আমার সুখেব দিন, আজ আমি কাঁদতাম না

পথ-নির্দেশ

হেম, আজ হেসে আমোদ কবে যেতাম, যদি না তোকে এমন ক'বে নষ্ট কবতাম। আমি লজ্জায়, দুঃখে তোব মুখের পানে যে চাইতেই পশ্চি না মা !

হেম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কেন অমন কবে তুমি বলচ মা, আমাব কপালে যা ছিল তাই হযেচে, এতে তোমাব হাত কি ?

স্নলোচনা বাধা দিয়া বলিলেন, আমাব হাত ছিল, সে হাত আমি নিজেব হাতেই কেটেচি। তুই বল্চিস্, মন্দ কপাল, কিন্তু তোব কপালেব মত ভাল কপাল এ বাজ্যে একটি মেয়েবও ছিল না মা, আমি যদি না মাঝে প'ড়ে সমস্ত নষ্ট কবে দিতাম। আমি যে সমস্তই জানি, তাতেই ত এ দুঃখ রাখ্‌বাব আব জাযগা খুঁজে পেলাম না। অজানা পাপেব উপায় আছে, কিন্তু জেনেগুনে পাপ কবাব কোথাব মোচন পাব মা ?

তাঁহাব চোখ দিয়া টপ টপ কবিয়া বড়বড় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হেম আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিলে, কিছুক্ষণ পবে স্নলোচনা পুনৰাব বলিলেন, মায়েব উপর রাগ রাখিস নে মা ! পাছে এ কথা বল্লে তোব অকল্যাণ হয় তাই বল্তে পাৰ্লাম না ; না হ'লে আজ মবণকালে হাত জোড় ক'বে বল্‌তাম—

পথ-নির্দেশ

হেম তাড়াতাড়ি তাঁহার মুখে হাত চাপা দিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কি কব্লে তুমি স্থখী হও—আমাকে বল, তাই কব্ব। আমি ত কোনদিন তোমার অবাধা হইনি মা !

স্মৃগোচনা অনেক কষ্টে তাঁহার অবশ হাতখানি হেমের মাথায় বাধিয়া বলিলেন, সেই তুমিই ত পুড়ে মরচি হেম। আমার যা বলবাব, তা আমি গুণীকে ব'লেচি, দবকাব হ'লে সেই তোকে বলবে। তুমি কিন্তু আজ এই কাপড়খানা তোব ছেড়ে আয়। যে কাপড় প'বে এক বছর আগে এই ঘরে এই খাটের উপরে এসে বসতিস্, যে সব গয়না প'বে আমাকে প্রথম প্রণাম করিতে এসেছিলি, আমার গুণীকে দেওয়া সেই কাপড়, সেই গয়না প'বে আমার সামনে আয়। এক দণ্ডেও ভুলেও আমার নিজেব পাপ থেকে আমার মুক্তি দে।

হেম নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিয়া ফিবিয়া আসিয়া বসিলে তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে যেন ঈষৎ হর্ষের আভাস খেলা কবিয়া গেল। তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থভাবে বলিলেন, মা, চৌত্রিশ বছর বাসে আমার যে জ্ঞান কোনদিন হয় নি, সে জ্ঞান, সে বুদ্ধি এক নিমিষে হ'বেছিল, যেদিন পশ্চিম থেকে ফিবে এসে তোকে প্রথম দেখি। তোকে বলে মাথায় বাজ পড়া, কি জানি মা, সে কি বকম, কিন্তু সেদিন আমার যে ব্যথা বেজেছিল, তাব অর্ধেক ব্যথাও বদি

পথ-নির্দেশ

বজ্রাঘাতে বাজে ত সে ব্যথা আমার পবন শত্রুৰ জন্তেও
কামনা কৰি নে ! আমার দিব্য বইল হেম, এ বেশ আব
থুলে ফেলিস্ নে । কি জানি, কোন্ পাষণ বিধবাব সাজ
তৈৰি ক'বে গিয়েছিল, আজ আমি অভিসম্পাত কৰি, তাকে
যেন আমার মত আঘাত বুক পেতে সহিতে হব । না না
হেম, বাধা দিস্ নে মা, কাল আমি আব বনুতে আস্ব না ।
আজ তোকে বলি, যেন তোৰ বাপেৰ কাছে থেকে তোকে
দেখে স্থগী হ'তে পাৰি ।

তাঁহান আবান স্বৰ ৰুদ্ধ হইয়া আসিন । হেম আঁচন
দিয়া ধীবে ধীবে চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিন । বাহিৰে
জুতাব শব্দ শুনিয়া হেন মাথাৰ উপৰে কাপড় তুলিয়া
দিতেই গুণী সাহেব ডাক্তাব নইবা ঘৰেৰ সাম্‌নে আসিয়া
উপস্থিত হইল । সলোচনা দেখিতে পাইবা অধীৰ ভাবে
বলিয়া উঠিলেন, আবান ডাক্তাব কেন গুণি ? ইখান থেকে
ভিজিট দিযে ওকে বিদেয কৰে দিযে তুই আমার কাছে
এসে একবাব বোস্ ।

গুণী বলিল, মা, অন্ততঃ একবাব তোমাব গাতটা—

না গুণী, না । আব আমাকে দক্ষ কৰিস্ নে—যেতে
দে ওকে ।

সাহেব ডাক্তাব অত বুঝিল না । সে দৰে চুকিয়া নিকটে

পথ-নির্দেশ

চৌকি টানিয়া লইয়া খার্মিটার বাহিব কবিত্তে লাগিল।
স্লোচনা বিবরু হইয়া বলিলেন, ওব বুদ্ধি দেখ! ও ঐটে
দিষে আজ আমাব জব দেখনে। হা গুণী, নন্দাকে পাঠিয়ে
দে, ভাল কবিবাজ ডেকে আনুক, কখন শেষ হবে আমাকে
শুনিয়ে থাক। ব'লে দে ওম্ব-পত্র না আনে।

স্লোচনা গ্যাসের আলো সহ কবিত্তে পাবিতেন না,
তাই এ ঘবে ববাবব মোমবাতি জলিত। সন্ধ্যা হইলে দাসী
সেজ আলিয়া টেবিলের উপর বাখিয়া দিয়া গেল। স্লোচনা
বলিলেন, আজকে বাত্রিই বোধ করি, শেষবাত্রি। তাই আজ
যদি সত্যি কথা স্পষ্ট ক'বে বস্তুতে পাবি, আজ যদি না ল
সন্ধান তাগ ক'বে মুখেব সঙ্গে বুকেব সঙ্গে এক ক'বে
দেপ্তে পাবি, তবে ভগবান যেন আমাকে আবও শান্তি
দেন। কিন্তু তিনি নির্দোষকে যেন আব ছুঃখ না দেন।
আমাব পাপেব ফল যেন আমাব ওপর দিয়েই শেষ হয়।

তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস
ফেলিয়া 'ঊঃ' কবিয়া উঠিলেন, হেম ব্যস্ত হইয়া মুখেব উপর
বুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, কি না? স্লোচনা আন্তে আন্তে
বলিলেন, কিছুই নয় না। শুধু তুই কি একা হেগ, আমাব
গুণীব যে মুখ আমি চোখে দেখেচি—পাষাণেবও বোধ করি
তাতে দবা হ'ত, কিন্তু আমাব হয় নি, অথচ সে আমাদের

পথ-নির্দেশ

কি না ক'রেচে ! থাক, ও সব কথা আব তুলব না । কোন দিন তার অবাধ্য হ'স্ নে মা, ওসব মাতুষেব বুকেব ব্যথা স্বয়ং ভগবানেব বুকে গিযে বাজে । তাব যা ধর্ম, তোব ধর্মও তাই । এ আমাব আদেশ নয় হেম, এ তাঁব আদেশ, যাঁব আদেশে তোরা এক দিনেব দেখাতেই চিবকালেব মত এক হ'যে গিযেছিলি । ছি মা, দজ্জা কি ! যিনি অন্তর্যামী, যিনি বুকেব ভিতব লুকিযে ব'সে কথা কন, তাঁকে অস্বীকাব ক'বো না—তাঁকে অমান্ত ক'বো না । তাঁব হুকুম আমাব ভিতবেও কথা ক'যে ছিল, কিন্তু দর্প ক'বে তা শুনি নি, অগ্রাহ্য ক'রে অপমান ক'বেছিলাম, তাই তাব ফল পাচ্ছি । কিন্তু তোদেব ওপবে আনাব এই শেষ অনুবোধ বইল মা, আমাব পাপকে চিবকাল স্বীকাব ক'বে আমাব দুষ্কৃতিকে যেন অক্ষয় ক'বে রাখিস্ নে ।

মানদা আসিগা বলিল, মা, কবিবাজ এসেছেন ।

স্বলোচনা আস্তে আস্তে বলিলেন, তাঁকে আসতে বল ।
হেম, তুই একবাব বাইবে যা না ।

মায়েব মৃত্যুৰ পৰা তইতেই হেমেৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰেৰ
 আশ্চৰ্য্য পৰিবৰ্তন দেখা দিল। কাছে থাকিয়াও যেন প্ৰতি-
 দিন নিজেৰে কোন্ সুদূৰ অন্তৰালেৰ ভিতৰ দিয়া ঠেলিয়া
 যাইতে লাগিল। গুণেন্দ্ৰ চিৰদিনেৰ সহিষ্ণু ও নিস্তৰ্দ্ধ
 প্ৰকৃতিৰ। এ পৰিবৰ্তন সে প্ৰথমেই টেব পাইল। কিন্তু
 নিঃশব্দে সহ কৰিয়া বহিল। অকস্মাত ধৰ্ম্মেৰ মध्ये হেম কি
 বস পাইল, সেই জানে, সে নাটক, নভেল, কবিতাৰ দই
 তুলিয়া বাখিয়া, বামাগণ, মহাভাৰত, গীতা ও উপনিষদেৰ
 বাংলা অম্ববাদেৰ মध्ये নিজেৰে সম্পূৰ্ণ ৰূপে নিমজ্জিত
 কৰিয়া ফেলিল। মায়েৰ শপথ মনে কৰিয়া সে থান-কাপড়
 পৰিল না বটে এবং কানেৰ দুটি হীৰাৰ ঢুল, চুড়ী এবং হাব ও
 খুলিয়া বাখিল না সত্য, কিন্তু বৈধব্যেৰ সমস্ত কঠোৰতা
 অত্যন্ত নিষ্ঠাৰ সহিত সে পালন কৰিয়া চলিতে লাগিল।
 সমস্ত বকমেৰ বাহ্যিক বৰ্জ্জন কৰিয়া সে একবেলা বাঁধিয়া
 থাইত। এইটুকু সময় এবং গৃহিণীৰ প্ৰয়োজনীয় কৰ্ম্ম সমাধা
 কৰিতে যেটুকু সময় লাগে, সেইটুকু ছাড়া সমস্ত সময়টো সে
 ধৰ্ম্মচৰ্চায় অতিবাহিত কৰিতে লাগিল। যদি বা সে গুণীৰ

পথ-নির্দেশ

কাছে আসিয়া বসিত, কিন্তু পরক্ষণেই কোন একটা কাজেব নাম করিয়া চলিয়া যাইত। সে যে তাহার সন্ধকে ভয় করিতে সুরু করিয়াছে, এই আকস্মিক ভ্রম পলায়নের দ্বারা তাহা এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত যে, বহুক্ষণের নিমিত্ত গুণী শূন্য দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে শুক হইয়া বসিয়া থাকিত। যত দিন কাটিতে লাগিল, তাহার আচার বিচারেব ছোটখাট কাজগুলা পর্য্যন্ত সুদৃঢ় আকাব ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। যেমন জেলের কর্তৃপক্ষ জেলের মধ্যে বেঠেনেব পবে বেঠেন তুলিয়া তাগাব বড় কয়েদীগুলির পবিসব ছোট কবিয়া আনিতে থাকে, হেম যেন ঠিক তেমনি সতর্ক হইয়া তাগাব জন্মবাসী কোন এক গভীর দুষ্কৃতকাবীর চলাফেবাব পথ সঙ্গীর্ণ কবিয়া আনিতে লাগিল।

একদিন সে হঠাৎ আসিয়া বলিল, গুণীদা, মন্তব নেব ? গুণী মুখেব দিকে চাহিয়া থাকিবা বলিল, কি মন্ত, গুরুমন্ত ?
হাঁ।

গুণী হাসিয়া বলিল, ভব নেই তাই, তোমাকে আত্ম-বক্ষাব জন্ত নিত্য নূতন কবচ আঁটতে হবে না।

হেম বোধ কবি কথা বুঝিতে পাবিল না, কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবা বলিল, গুরুমন্তেব দবকাব নেই ?

গুণী বলিল, আছে, কিন্তু সে বয়স এখনো তোমাব হয়

পথ-নির্দেশ

নি। তা ছাড়া কে তোমাদের গুরু, সে ত আমি জানি নে।

হেম বলিল, সে গুরুতে আমার কাজ নেই, আমি তোমার কাছ থেকে দীক্ষা নেব।

গুণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আমাব কাছ থেকে দীক্ষা নেবে? আমি দীক্ষাব কি জানি হেম? তা ছাড়া তোমরা হিন্দু, আমি ব্রাহ্ম।

হেম বলিল, আমি সে জানি নে। মা বলেছিলেন, তোমাব বা ধর্ম আমাবও তাই ধর্ম। আচ্ছা গুণিদা, এ কথাব অর্থ কি।

এ কথাব কি অর্থ গুণী তাহা জানিত। কিন্তু তাহা না বলিয়া সহজ ভাবে সে বলিল, বোধ কবি, তিনি বলেছিলেন, সব ধর্মই এক।

হেম বলিল, কিন্তু সব ধর্ম ত এক নয়।

গুণী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, এ সব আলোচনা আমি কখনো পদেব সঙ্গে কবি নে।

হেম বলিল, কিন্তু আমি ত তোমাব পব নই।

গুণী প্রত্যুত্তবে বলিয়া উঠিল, না, তুমি আমাব পবমাত্মী, কিন্তু তোমাব সঙ্গেও আমি এ সমস্ত চর্চা কব না।

পথ-নির্দেশ

হেম হতাশভাবে নিখাস ফেলিয়া বলিল, যদি বলবে না তবে আর আমি কি ক'বে শুনব ?

গুণী তাহার মুখ দেখিয়া অমৃতপ্ত হইয়া বলিল, তুমি কি শুনতে চাও ?

হেম বলিল, গুণীদা, যেদিন আমি জোব ক'বে তোমার পাতে ব'সে খেয়েছিলাম, তুমি সেদিন নিষেধ ক'বে ব'লেছিলে, কাজটা ভাল কর নি, যাব বা জাত তাই মেনে চলা উচিত, আজ বলচ সব ধর্মই এক—কোনটা সত্যি ?

গুণী কহিল, সেদিন আমি সাধাবণ ভাবেই ব'লেছিলাম । তবুও দুটো কথাই সত্য । জাত আব ধর্ম এক জিনিস নয় । একটা দেশাচার, লোকাচার, শুদ্ধমাত্র ইহকালের বস্তু । কিন্তু অপবটা ইহকাল, পবকাল, দুই কালেরই বস্তু, কিন্তু তাই ব'লে ধর্ম মেনে চললেই ত মেনে চলা হয়, তাও না, আবাব জাত মেনে চললেই যে ধর্ম মানা হয়, তাও নয় । জাত না মেনে চলাব দুঃখ আছে, সবাই সে দুঃখসইতে পাবে না, পারার প্রয়োজনও সব সময়ে হয় না—তাই তোমাকে আমি সেদিন ও-কথা ব'লেছিলাম । কিছুক্ষণ মোন থাকিয়া বলিল, হেম, এ দুটো আলাদা, অথচ মিশে আছে । মিশে আছে ব'লেই দেশভেদেব সঙ্গে ধর্মেরও নানা ভেদ হ'য়ে গেছে । ধর্মের যেটা গোড়াব কথা, সেটা পবকালের কথা,

পথ-নির্দেশ

মবণই শেষ নয়, এই কথা ! এই বনিয়াদেব ওপব তুমি হিন্দু, তুমিও দাঁড়িয়ে আছ, আমি ব্রাহ্ম, আমিও দাঁড়িয়ে আছি । ঈশ্বরকেও সকল ধর্মেরে হয় ত মানে না, কিন্তু মবণ হ'লেই যে নিকৃতি পাবাব বো নেই, এ কথাটা নিগ্রোদের দেশ থেকে ল্যাপল্যাণ্ডের দেশ পর্য্যন্ত সকল দেশের ধর্ম্মই স্বীকার কবে । মৃত্যাব পবের ভাবনা তাই, তুমিও ভাব, আমিও ভাবি । হ'তে পাবে, আলাদা বকম ক'বে ভাবি, কিন্তু ভাবনাব আসল বস্তুটা যে এক, এই কথাই মা হয় ত মবণকালে তোমাকে উপদেশ দিযে গেছেন ।

হেম অনেকক্ষণ চুপ কবিযা থাকিযা বলিল, শুধু ভাবতেই ত হয় না, তাব উপায় কবাও চাই ।

গুণী বলিল, চাই বই কি ভাই । এই উপায় বাব কণা নিষেই এত দ্বন্দ্ব, এত গণ্ডগোল । তোমাব উপায়টা আমি পছন্দ কবি নে, আমাবটা তুমি পছন্দ কব না । এটা অন্ত-মানের জিনিস, প্রমাণের জিনিস নয় ব'লেই তর্ক শেষ হয় না, ব'গড়াও থামে না । কিন্তু তোমাব বাঁধবাব সময় হ'ল যে হেম ?

হেম নিঃশব্দে ধীবে ধীবে উঠিয়া গেল । গুণী শূন্য-দৃষ্টিতে শূন্যের দিকেই চাহিয়া বসিয়া বহিল ।—গুণিদা ?

গুণী চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, কি হেম ?

পথ-নির্দেশ

হেম বলিল, আচ্ছা, আমি যে পথে চল্ছি, সে কি ঠিক পথ ?

কি ক'বে বলব ভাই ? সে কথা তুমি জান। যদি আনন্দ পাও, শান্তি পাও, নিশ্চয়ই তা হ'ল ঠিক পথ।

কিন্তু আমি ত কিছুই পাই নে।

তাহাব ব্যথিত কর্ণস্ববে গুণীব চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল। সে বহুক্লেশে তাহা বোধ কবিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তবে কব কেন ?

হেম বলিল, কি জানি গুণীদা, কিসে যেন আমাকে টেনে নিয়ে যায়, যেন জোব ক'বে ক'বায়, আমি থামতে পারি নে।

গুণী কি বলিবে, চঠাৎ ভাবিবা পাইল না, তাবপব বলিল, হয'ত নূতন ব'লেই প্রথমে স্মৃথ পাচ্ছ না, শেষে নিশ্চয় পাবে।

হেম উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা কবিল, পাব ?

নিশ্চয় পাবে। ধর্ম্মে যদি স্মৃথ-শান্তি না পাও, তবে আব কিসে পাবে ? আমি আশীর্ব্বাদ কবি, একদিন নিশ্চয় তুমি স্মৃথী হবে।

দুইদিন পবে ক্ষেত্রাংগাব আলোব খোলা ছাদেব উপব পাটি পাতিয়া গুণী চুপ কবিয়া শুইয়া ছিল। হেম আসিয়া

পথ-নির্দেশ

পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল,—তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে
“ দেব গুণীদা ?

দাও, বলিয়া গুণী চোখ বুজিয়া বহিল। চন্দ্রালোকে
দীপ্ত হেমের মুখেব দিকে সে চাহিতে সাহস কবিল না।
হেম নিঃশব্দে হাত ব্লাইয়া দিতে দিতে হঠাৎ বলিল,
গুণীদা, বিধবাব বিষে হওয়া ভাল ?”

গুণী চোখ বুজিয়াই বলিল, তুমি কি বল ?

হেম বলিল, আমি বলতে আসি নি গুণতে
এসেছি।

গুণী বলিল, পায়ে হাত ব্লোনটা বুঝি তাব
ভূমিকা ?

হেম সহজ ভাবে বলিল, না, তা নয়। তোমাব পায়েব
কাছে বসলে আমাব হাত দেবাব লোভ হয়।

গুণী চুপ কবিয়া বহিল। নিজেব জিভকে সে বিশ্বাস
কবিতে পাবিল না। হেম বলিল, কৈ বললে না ?

গুণী তথাপি চুপ কবিয়া রহিল। হেম পানের তলাব
একটি ক্ষুদ্র চিম্টি কাটিয়া বলিল, বল শীগ্গিবি।

গুণী বলিল, বলব ; কিন্তু আগে আমাদ কথাব ভবাব
দাও।

কি ?

পথ-নির্দেশ

তোমার স্বামীকে তুমি ভালবাসতে কি ?

একটুও না। সে কথা আমার কোনদিন মনেও হয় নি। সেখানকার একটি পয়সার জিনিস সঙ্গে আনি নি, তাদের দেওয়া একখানি কাপড় পরাস্ত প'বে আসি নি। পেটে যা খেয়েছি, তাব চতুর্গুণ দিযে এসেছি—এমনি তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক।

গুণী বলিল, কিন্তু ধাৰা সতী-লক্ষ্মী তাঁরা নিজেদের স্বামীকে ভালবাসে। বিধবা হ'লে কিন্তু তাব মুখ মনে ক'বে আব বিধে কবে না। তোমাব মাব মত তাবা মবণ-কালে 'স্বামীব কাছে যাচ্ছি' মনে কবেন।

হেম বলিল, আমাকে তোমরা জোব ক'বে ধ'বে বেঁধে বিধে দিযেছিলে। আমি সতী-লক্ষ্মী তাই মবণ-কালে আমি তোমাব কাছে যাচ্ছি, এই কথাই মনে কবব। আচ্ছা গুণীদা, মবে কি তোমার কাছে যেতে পারব ?

তাহাব কথাব মধ্যে জড়তা নাই, দ্বিধা নাই, লজ্জাব লেশমাত্র নাই, এ যেন কাছাব কথা কে বলিযা যাইতেছে। তখনকাব হেমের সঙ্গিত আজিকাব হেমের যেন সংশ্রব নাই। গুণী স্তম্ভিত হইযা বহিল। হেম বলিল, বদ তোমার কাছে যেতে পারব কি না ?

গুণী বলিল, না।

পথ-নির্দেশ

না—কেন ?

শুণী কহিল, আমাব কস্মেব ফল আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, সে আমি জানি না, তোমাব কস্মফল তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, সে তুমিও জান না। আমাব কস্ম-দোষে হয় ত পশু হয়ে জন্মাব, তুমি হয় ত আবার বায়ুনের মেয়ে হ'য়ে জন্মাবে, তখন আমাকে কি ক'রে পাবে ভাই? কস্মফল যদি সত্য হয়, স্বামী-স্ত্রী চিব-সম্বন্ধ কোন মতেই সত্য হ'তে পাবে না। আমাদের এই কাল্পনিক সম্বন্ধ ত অতি তুচ্ছ। কত ভেদ, কত পার্থক্য, কত উচু-নিচু চোপেব উপবেই দেখতে পাচ্ছ, এগুলো হয় ত কস্মেব ফল। একে কোন ভালবাসাব টানই নিবাবণ কবে দিতে পাবে না। এ সংসারে কত পাষণ্ড স্বামীব সতী-সাক্ষী স্ত্রী থাকে, স্বামীটা হয় ত ম'বে গক হয়ে জন্মাব—এ তোমাদেরই শাস্ত্রেব কথা—তুনি কি এই কামনা কব হেম, সতী-সাক্ষী স্ত্রী, তার সাবা-জীবনের সুবশ্মেব অন্তে এই গকব সঙ্গে গোষালে গিয়ে বাস কবে? সে হয় না। তা হ'লে ভাল কাজ, মন্দ কাজেব অর্থ থাকে না। স্ত্রী নিজেব কস্মে স্বর্গে যায়, স্বামী হয় ত জন্ম জন্ম নবক ভোগ কবে—জাজাব কামনা কব্লেও আব এক হবার উপায় থাকে ?

পথ-নির্দেশ

হেম বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আশ্তে আশ্তে বলিল, তবে
কি সত্যই আব মেলবাব পথ থাকে না ?

গুণী বলিল, না । তাব আবশ্যকও থাকে না । তাব
চেযে হেম, যে মেলা সব চেযে বড় মেলা, যাব কাছে
যেতে পাবলে আব কাবো কাছে যেতে হবে না, অথচ
সমস্ত বকমেব মিলনেব ইচ্ছাই আপনা-আপনি পৰিপূৰ্ণ
হযে যাবে, তুমি সেই মিলনেব কামনা কব । তোমাব
পথ থেকে তোমাকে কেউ যেন টেনে নিযে না যায় .
আমি কায়মনে আশীর্বাদ কবি, আমাদের দেওয়া সমস্ত
দুঃখ একদিন যেন তোমাব সার্থক হয় ।

চাঁদেব আলোয় হেম দেখিতে পাইল, গুণীৰ চোখ
দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতেছে । সে পায়েব
উপব মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম কৰিয়া আশ্তে আশ্তে উঠিয়া
গেল । সে উঠিয়া গেল, এমন অনেক দিনই এমনি কৰিয়া
নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ কেমন কৰিয়া গুণীৰ
সমস্ত সংযম, সমস্ত ধৈর্য্যেব বাঁধ সে সমূলে উৎপাটিত কৰিয়া
দিয়া চলিয়া গিয়াছে । আজ তাহাব ধিক্কাৰেব সহিত কেবল
মনে হইতে লাগিল, যেন চিবদিনেব স্রবোৎসব অকস্মাৎ
চোখেব সাম্বে দিয়া বহিয়া গেল, হাত বাড়াইয়া ধবা হইল
না । হেম তাহাকে কত ভালবাসে, এ কথা সে নিঃসংশয়ে

পথ-নির্দেশ

জানিত। আজ তাহাব মূখ হইতে স্পষ্ট কবিতা শুনিয়াও, সে কোনমতেই নিজেব কথাটা বলিতে পারিল না। মূলোচনাব মৃত্যু হইতে বহি বলি কবিতাছে, বলিতে পারে নাই। কেবলি মনে হইয়াছে, এ যেন কোন বিষধব সর্প ঘুমাইয়া আছে, হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিলেই বুঝি ফণা তুলিয়া উঠিয়া দাড়াইবে। তাই দবাবব সহ ভয় তাহাব হাত চাপিয়া ধরিয়াছে, আজিকাব এমন দাবেও সেই ভয় তাহাকে হাত বাড়াইতে দিল না।

প্রত্যহ প্রাতঃস্নান কবিতা হেম প্রণাম কবিতা আসিত, পবদিন আসিবামাত্রই গুণী সমস্ত সঙ্কোচ প্রাণপণে অতিক্রম কবিতা প্রশ্ন কবিল, হেম, কাল তুমি বিধবা-বিবাহেব কথা জিজ্ঞেসা ক'বেছিলে কেন ?

হেম বলিল, একটা খববেব কাগজে পডছিলাম, তাই।

গুণী বলিল, তুমি কি ওটা ভাল মনে কব ?

হেম সংক্ষেপে বলিল, ছিঃ। ও কি আবাব একটা বিবে।

গুণী প্রশ্ন কবিল, কেন নব। এক হিন্দু ছাড়া পৃথিবীব সব জাতেব মধ্যেই ত বিধবা-বিবাহ আছে।

থাক গে, বলিয়া হেম বাতিব হইয়া বাইতেছিা, গুণী ডাকিয়া বলিল, আব একটা কথা আছে হেম।

হেম ফিবিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি ?

পথ-নির্দেশ

তোমার বয়স কত ?

ষোল ।

এই বয়স থেকে চিবকাল সম্যাসিনী হ'য়ে থাকবে ?

হেম মুহু হাসিয়া বলিল, আব কি কবব ? যেমন কপাল ।

যেমন তোমার বুদ্ধি !

গুণী ক্ষণকাল মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আব কি কোন পথ নেই, কোন উপায় নেই ?

কিছু না গুণীদা, কিছু না, বলিয়া হেম বাহির হইয়া গেল ।

দিন দিন পবিত্র যৌবন যেমন হেমের সর্ব দোষে কাণায় কাণায় ভবিয়া উঠিতে লাগিল, তাহাব ধর্ম-কর্মও যেন সে সমস্ত ছাপাইয়া চলিতে লাগিল । গুণী সমস্তই দেখিতে পাইল, কিন্তু সাহস কবিয়া কিছুই বলিতে পারিল না । হেমের মধ্যে এমন একটা বস্তু ছিল, যাহাতে সকলোহ তাহাকে মনে মনে ভয় কবিয়া চলিত । তাহাব মাও তাহাকে ভয় কবিতেন, গুণীও ভয় কবিত । উহাব কতক দিন পরে একদিন গুণী আদালতে বাইবাব জন্ত প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় হেম আসিয়া আলমারি খুলিয়া চেক বহ বাহিব কবিয়া হাতে দিয়া বলিল, ফির্বাব সময় ব্যাদ থেকে পাচশ টাকা সঙ্গে কবে এনো ।

পথ-নির্দেশ

আচ্ছা, বলিযা গুলী বইখানা পকেটে বাখিযা দিল ।

হেম কহিল, বোস, সংসাৰ খবচেন টাকা কমে গেছে,
আব তুশ অম্নি ঐ-সঙ্গে এনো ।

গুলী কিছু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা কবিল, এ পাচশ
টাকা তবে কিসেব জন্তো ? হেম বলিল, ও টাকা ? আমি
কাল কাশী যাব যে ।

গুলী চৌকিব উপর বসিযা পড়িযা বলিযা, কাল কাশী
যাবে ? এ বিষয়ে কাবো মত নেওযাব আবশ্যক মনে
কব না ?

হেম অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তোমাব ভকুম নিষে
তবে যাব ।

গুলী বলিল, ঠিক ক'বেচ কাল যাবে, আবাব কবে
নেবে শুনি ? সঙ্গে কে যাবে ?

হেম বলিল, মানদা, নন্দা আব দবওধান যাবে । আজ
বান্তিবে তোমাৰে ধল্ব মনে ক'বেছিলাম । গুলীদা,
যাব কাল ?

আচ্ছা যেযো, বলিযা গুলী আদালতে চলিযা গেল ।

সন্ধ্যাব পবে হেম নোট টাকা চাবি বন্ধ কবিযা
বাখিযা গুলীব কাছে আসিযা বলিল, কাল বাওযা
হ ল না ।

পথ-নির্দেশ

কেন ?

আজ দুপুর-বেলা বানুনঠাকুরের ঘর থেকে টেলিগ্রাফ এসেছিল, তার মাঘের ব্যামো। আমি তিনমাসের মাইনে দিয়ে তাকে ছুটি দিযেচি, সে চ'লে গেছে।

বাঁধবে কে ?

এতদিন লোক না পাওয়া যায়, ততদিন আমিও বাঁধব। গুণীদা, তুমি একটি বিয়ে কব।

কেন ?

কেন আবার কি ? বিয়ে কববে না- সংসার চালাবে কে ? তোমাকে দেখবে শুনেবে কে ?

তুমি।

হেম হাসিয়া বলিল, আমি বুঝি চিবকাল এই সংসার বাডে ক'বে থাকব ? আমাকে কাজ কব্বতে হবে না ?

আমাকে দেখা-শোনা বুঝি কাজ নয় ?

হেম হাসি মুখে বলিল, তোমার সঙ্গে তর্ক কবে আমি পারি নে। না, না, সে হবে না। তোমাদের বেশ বড় মেয়ে পাওয়া যায়। দেখে শুনে একটি বিয়ে কব, আমি তার হাতে সংসার দিযে কাশী যাই।

গুণী বলিল, আচ্ছা, তুমিও একটি বিয়ে কব, আমিও কবি।

পথ নির্দেশ

এইমাত্র তেম গসিতেছিল, এক মুহূর্তে তাগাব হাসি
যেন উড়িয়া গেল। সে গম্ভীর হইয়া বলিল, ছিঃ, ও কি
তামাসা শুনিদা? কোন দিন ওকথা মুখেও এনো না।
শুণী আৰ কথা কহিতে পাবিল না, মুখপানে চাহিয়া বহিল।
তেম উঠিয়া গেল।

মাস-দুই কাশী থাকিয়া, গুণীৰ অসুখের সংবাদ পাইবা
হেম বাতী আসিয়া। সে আসিয়া না পড়িলে অসুখ কঠিন
হইয়া দাঁড়াইত। আসিয়া শুকরা কবিতা কিছু দিনের
মধ্যেই তাহাকে সুস্থ কবিতা তুলিল।

বাহিবে মুসলধাবে বৃষ্টি পড়িতেছিল। গুণী শয্যার
উপর বসিয়া সার্শিব ভিতর দিয়া তাহাই দেখিতেছিল।
আব ভাবিতেছিল, হেমের কথা। একটা পবিতর্কন তাহার
চোখে পড়িয়াছিল। হেম পূর্বে প্রত্যহ নিয়মিত প্রণাম
কবিতা যাহিত, এবাবে সেটা আব দেখা গেল না। মানদাকে
দিয়া হেমকে সে ডাকিতে পাঠাইয়াছিল, মানদা আসিয়া
বলিল, দিদিঠাক্কণ জপ কচ্চেন।

বন্টা-দুই পবে হেম ববে ঢুকিয়া বলিল, আমাকে
ডাকছিলে ?

গুণী বলিল, হাঁ, একটু বসো। হেম কছিল, কিন্তু এখনো
যে আমার জপ সাবা হয় নি !

দুবন্টাতোও জপ সাবা হয় নি।

পথ-নির্দেশ

দুবগ্টাতেই কি হবে ? গুরু বলেচেন অন্ততঃ দুহাজাব
জপ কবা চাই ।

গুরু বলেচেন ? গুরু কে ?

হেম বলিল, আমি যে এবাবে কাশীতে মন্ত্র নিবেছি ।
আমাব গুরু, কাশীবাসী সন্ন্যাসী । আহা, তাঁকে দেখলে
আব সংসাবে ফিবতে ইচ্ছে হয় না । আবাব কত দিনে
তাঁব চরণ দর্শন পাব তাই ভাবি । মনে কব্‌চি, কাল-পবন্তব
মধ্যেই ফিব্ব ।

গুণী কিছুক্ষণ চুপ কবিয়া থাকিয়া বলিল, কাল-পবন্তব
মধ্যে কি ক'বে ফিববে ? আমি ত এখনো বেশ সাবি নি
হেম, আমাকে দেখবে কে ? হেম একটু অপ্রতিভ হইয়া
বলিল, ও কিছু নয়—ওটুকু দুদিনেই সেবে যাবে ।

গুণী বলিল, অন্ততঃ, সে দুটো দিন ত তোমাকে
থাকতে হবে ?

আচ্ছা, না হয় থাকুব । বলিয়া হেম চলিয়া বাইতেছিল,
গুণী ডাকিয়া বলিল, শোন, কাল-পবন্তই বেযো, কিন্তু আবাব
কত দিনে ফিববে ?

এখন বোধ হয় শীঘ্র ফিবতে পাষ্ব না । আমাকে তুমি
মাসে একশ টাকা ক'বে পাঠিযো, তাতেই চ'লে যাবে, তাব
কমে হবে না ।

পথ-নির্দেশ

গুণী বলিল, টাকার কথা ত হ'চ্ছে না হেম। তোমার একশ টাকার জাবগায় দুশ টাকা লাগলেও আমি পাঠাব। কিন্তু সত্যি কি তুমি আর ফিববে না ?

কি কবতে আর ফিব্ব ?

যদি আমার মৃত্যু-সংবাদ পাও, তা হ'লে ফিববে ?

হেম ব্যথিত হইয়া বলিল, ও কি কথা গুণীদা ?

গুণী বলিল, বলা যায় না ভাই, তাই সময় থাকতে 'ব'লে বাখা ভাল। আমার উইলের মধ্যে তোমাকে টাকা দেবার ব্যবস্থা থাকবে। আর থাকবে এই বাড়ীটা। যদি এদেশে এস, এই বাড়ীতে এই ঘবে শুয়ো, এই আমার অনুরোধ। হেম কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাজা চাপিয়া গিয়া বলিল, আমি বল্চি গুণীদা, তোমার কোন ভয় নেই। এখন শরীবটা দুর্বল ব'লেই ওসব মনে হচ্ছে।

বোধ হয়, তাই হবে, বলিয়া গুণী বাহিবেব রুষ্টিব দিকে চাহিয়া বহিল। হেম বিষম্মুখে বাহিব হইয়া গেল।

সন্ধ্যাব কিছু পবে দ্বাবেব বাহিব হইতে ঘবেব মধ্যে অন্ধকার দেখিয়া হেম বাগিয়া উঠিয়া ডাকিল, নন্দা। বাব্ব ঘবে আলো জেলে দিস্ নি ?

গুণী ভিতর হইতে কহিল, আমি মানা ক'বেছিলাম।

পথ-নির্দেশ

নন্দা ছুটিয়া আসিলে হেম তাকে একটা সেজ জাগিয়া আনিতে বলিয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঠাণ্ড কবিয়া গুণীৰ পাষেৰ কাছে খাটেৰ উপৰ গিয়া বসিল। নন্দা ঘৰে আলো জালিয়া দিয়া গেল, হেম গুণীৰ পাবেৰ উপৰ হাত বাখিতেই সে পা সবাইয়া লইল। হেম ব্যথা পাইয়া বলিল, তুমি কি হাব আমাকে পাষে হাত দিতে দেবে না ?

গুণী বলিল, কাজ কি ভাই, তোমাব গুৰুৰ হব ত নিষেধ থাক্তে পাবে।

হেম বুঝিল যে, সে আসিয়া অবধি পাবেৰ ধূলা ঘষ নাহ, গুণী তাহা নক্ষ্য কবিয়াছে। কিন্তু উত্তৰ দিতে পাবিল না, চুপ কবিয়া বহিল। কিছুক্ষণ পবে বলিল, গুণিদা, আমাব ওপৰ বাগ কবেছ ?

আমি কি কোন দিন তোমাব ওপৰ বাগ কবেছি হেম ?

হেম তৎক্ষণাৎ অন্ততপ্ত হইয়া বলিল, কোন দিন না— কিন্তু আজ ওসব কথা বলছিলে কেন ?

কি কথা ভাই।

উইল কবাব কথা, আবো কত কি কথা, আমি বল্চি গুণিদা, তুমি ভাল হৰ্ষে ঘাবে। তুমি কিছু ভয় ক'বো না।

গুণী একটুখানি হাসিয়া বলিল, ভাল না হওয়ায় আমাব কি খুব ভয় ব'লে তোমাব মনে হয় ?

পথ-নির্দেশ

হেম কঁাদ কঁাদ হইয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওসব কথা ব'লো না ? তুমি ভাল না হ'লে আমি বাঁচব কি ক'বে ?

তুমি চ'লে গেলেই বা আমি বাঁচব কি ক'বে ? তাই, যদি ধ'বে বাখি, যদি যেতে না দি। হেম ক্ষণকাল নীবব থাকিয়া বলিল, আমাকে ধ'বে বেখে তোমাব লাভ কি ?

লাভ। গুণী আব কথা বলিতে পাবিল না, নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। বাহিবেব বড় বড় রুষ্টব ফোঁটা পট্ পট্ শব্দে সার্শিব গায়ে আঘাত কবিতে লাগিল। এক একবাব দমকা হাওয়া খোলা দবজাব ভিতব দিয়া আসিয়া সেজেব বাতিব আলো নিবাইবাব উপক্রম কবিতে লাগিল। নিচে চাকবদেব অস্পষ্ট কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল। তবুও দুইজনে চুপ কৰিয়া বসিয়া বহিল। গুণী শিশুকাল হইতে অত্যন্ত অভিমানী, অত্যন্ত সংযমী। তাহাব ধৈর্য্যেব বাঁধ স্নদূঢ় কবিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু স্নলোচনাব আশীর্ব্বচন সেই বাঁধেব ভিত্তিমূলে সেই দিন হইতে মুষিকেব মত নিবস্তব বিবব খুঁড়িবা নদীব জল ভিতবে প্রবেশ কবাইয়া বহুদূবব্যাপী ভাঙন সৃষ্টি কৰিতেছিল, কবে কখন যে সমস্তটা ধ্বসিয়া যাইবে তাহাব স্থিৰতা ছিল না। উন্নত বাহু প্রকৃতিব দিকে চাহিয়া একবাব সে গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কথাগুলি আলোচনা কবিয়া

পথ-নির্দেশ

দেখিতে চাহিল, কিন্তু তাহাব কথ্য দেহ, দুর্বল মস্তিষ্ক কোন কথাই যেন পবিষ্কাব কবিয়া বুঝিতে দিল না ।

হেম হঠাৎ বলিল, গুণিদা, চুপ ক'বে বইলে যে, কি ভাবছ ?

কিছু না, কিছু না, আমাব কথা তোমাকে বলাব নয়—তুমি বুঝবে না । কিন্তু যদি কোন দিন তোমাব মতি ফেবে, আব তখন যদি আমি বেঁচে থাকি—এস ।

হেম একটুখানি সবিসা বসিয়া বলিল, আমি সমস্ত বুঝেছি । হা অদৃষ্ট ! যে বস্কক, সে-ই ভস্কক ! শেষকালে তুমিই আমাকে দুর্গতির পথে টেনে আনতে চাও ।

গুণী এতক্ষণ একটা মোটা বাগিশে ছেলান দিয়া ছিল, তাহাব চোখ জলিয়া উঠিল, উঠিয়া বসিয়া বলিল, ছিঃ হেম, বুঝে কথা কও ! ও কি বলাচ ?

হেম তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বুঝেই বল্চি । তুমি দুবিষে দুবিষে যা বল্চ, আমি স্পষ্ট ক'বে তোমাব মুখেব সামনেই তা বল্চি । তুমি আমাকে নষ্ট কবুতে চাও । বিধবাব আবাব বিয়ে কি গুণিদা ? আমি এত শিশু নই যে, ধর্ম্মেব ভাণ কবনেই অধর্ম্মেব পথে পা বাড়িয়ে দেব । আমি তোমাব টাকা চাই নে, কিছু চাই নে, আমাব স্বপ্তব-পাড়ীতে ফিরে গিয়ে উঠোন ঝাঁট দিয়ে থাই, সে ভাল, কিন্তু

পথ-নির্দেশ

ঐশ্বর্যে আমাব কাজ নেই । এ কুমতি আমাব যেন না হয় !
সেদিন বুদ্ধি তোমাব ছিল কোথায় ? সেদিন এমনি ক'বে
বলতে পার নি ?

গুণী স্থির হইয়া বসিয়া বলিল, হেম, দোষ হ'যেছে,
আমাকে মাপ কব । আমি পীড়িত—সে কথাটা
একবার ভাব ।

ভেবেচি । মাপ তোমাকে আজ না হয় দুদিন পবে
কববই, কিন্তু তোমাব সংস্রব বাখ ব না । কাল আমি সেই-
খানেই ফিবে যাব, যেখান থেকে দর্প ক'বে চলে এসেছিলাম ।
যেমন ক'বে পাবি, সেইখানেই প'ড়ে থাকব । মনে কব্ব,
সেই আমাব কালী, সেই আমাব বৈকুণ্ঠ । তুমিও আমাকে
মাপ কব গুণিদা, আমি চল্লাম ।

হেম চলিয়া গেল, গুণী উচু হইয়া বহিদা—বজ্রাহত
তাল বৃক্ষ যেমন কবিয়া থাকে, তেমনি কবিয়া । সমস্ত
অভ্যস্তবে দণ্ড বজ্র লইয়া কবন্ধের মত যে খাড়া হইয়া থাকে,
সেই ভাবে । তাহাব গুইবা পড়িবাব শক্তিটুকু পর্য্যন্ত যেন
আব নাই ।

আবাব দুর্গাপূজা ফিবিয়া আসিয়াছে। অতি প্রত্যাষে জানালা খুলিয়া দিয়া হেম পূর্বদিকের অকণ-বস্তুচ্ছটাব দিকে চাহিয়া চুপ কবিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এ পাড়ার কোথাকার বস্তুনচৌকির সানাইয়ের বিভাস শবতের সমস্ত কণ্ঠ্যের সহিত মিলিয়া তাহার সর্ব-দেহে ধীবে ধীবে সঞ্চাবিত হইতেছিল। অজ্ঞাতসাবে তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কতদিন হইয়া গিয়াছে, সে গুণীর কোন সংবাদ পাষ নাই—সে মনে মনে ভাবিল, কে জানে গুণিদা আমার কোথায়, কেমন আছে ! চলিয়া আসিবাব সময় গুণী কাঁদিয়া বলিয়াছিল, হেম, আব দুটো দিন থাক—বাগক’বে যেয়ো না। অভিমানীর চোখেব জলের হেম সেদিন কোন মূল্য দেয় নাই। সেদিন পীড়িত কণ্ঠ দেহ সত্ত্বেও গুণী পথেব দ্বার পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, হেম, তোমাব মন কখনই স্বাভাবিক অবস্থায় নেই, যে কাবণে হোক্ বিকৃত হয়ে উঠেছে—তাই অনুবোধ কষ্টে ফিবে এসে আব একটা দিনও থাক। হেম শোনে নাই, গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল। গুণী জানালাব দ্বাবে আসিয়া শেষ মিনতি জানাইয়া বলিয়াছিল, হেম, হয় ত

পথ-নির্দেশ

এই কাজটা তোমাব চিবকাল শেলের মত বিঁধে থাকবে—
আমাব জন্তে বলছি নে ভাই, তোমাব নিজের জন্তেই বলছি,
আজকের মত গাড়ী থেকে নেমে এস। তাহাব উত্তবে হেম
কোচম্যান্কে গাড়ী হাঁকাইয়া দিতে বলিয়াছিল।—হেম
ফিরিয়া আসিয়াবিছানায শুইয়া পড়িল এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথার সমস্ত চুল ভিজাইয়া শেষে ঘুমান্কা
পড়িল। এ দুঃখেব একটা কাবণও ঘটয়াছিল। তীর্থে
বাইবাব সঙ্কল্প কবিয়া সে কাব দাসীকে দিয়া বাটীব সবকাবের
নিকট পঞ্চাশটি টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। সবকাব
ফিরাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিল, ছোটবাবুব হুকুম ব্যতীত
দিতে পাবিবে না। হেম, দেববের সহিত কথা কহিত
না, অ্যাডালে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, আমি চেযে পাঠালে কি
পঞ্চাশটা টাকা সবকাব দিতে পাবে না ?

দেবব উত্তব কবিয়াছিল, না, আপনি শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের
অধিকাবী—টাকা পেতে পাবেন না।

হেম বলিয়াছিল, কি পেতে পাবি সে আমি জানি
ঠাকুবপো ! তোমাব সঙ্গে টাকাব জন্তে বিবাদ কবতে,
মামলা-মোকদ্দমা কবতে আমাব প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু
আমাকে অত নিরুপায় তুমি মনে ক'বো না। এনে দিতে
ইচ্ছে হয়, দাও, না হ'লে বল্চি তোমাকে, টাকার যদি কোন

পথ-নির্দেশ

জোবে থাকে, শত্রুতা ক'বে আমি তোমাব বাড়ী'ব এক একটা ইট তুলে নিয়ে ঐ গঙ্গাব জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসুবো ।

তা'হাব কিছুক্ষণ পবেই টাকা আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু হেম গ্রহণ কবিল না, বাগ কবিয়া উঠানেব মাঝখানে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ঘবে দোব দিয়া শুইল, সগস্ত দিন থাইল না, উঠিল না, মনে মনে কাহাকে স্মরণ কবিয়া কাঁদিতে লাগিল । বেলা তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, তখন দুম ভাঙিয়া স্নান সানিয়া আসিয়া হেম আত্মিক কবিত্তে বসিতেছিল, দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, বোমা, তোমাব ভায়েব বাড়ী থেকে চাব-পাঁচ জন তব্ব নিয়ে এসেচে । বলিতে বলিতে মানদা আসিয়া প্রণাম কবিল । হেম একবার মাত্র তা'হাব মুখপানে চাহিয়া সব ভুলিয়া ছুটিয়া গিয়া তা'হাব গলা জড়াইয়া ছেলে-মানুষেব মত কাঁদিয়া উঠিল । কাল হইতেই তা'হাব চোখেব জল শুকাব নাই, আজ অকস্মাৎ মানদাকে পাইয়া তা'হাব প্রায় একবৎসবেব বন্ধ-অশ্রু বন্তাব মত সব ভাসাইয়া দিল । মানদাকে নিজেব ঘবেব মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, 'শুনিদা কি চিঠি লিখে দিবেচে, আমাকে দে ! মানদা কহিল, তিনি ত চিঠি দেন নি ! হেম যেন বিশ্বাস কবিত্তে পাবিল না, বলিল, দেন নি ? মানদা বলিল, না দিদিমণি ! তিনি কি উঠতে পাবেন যে চিঠি লিখবেন ?

পথ-নির্দেশ

হেম পাংশু হইয়া বলিল, পারেন না, কি হ'ষেচে তাঁব ?

তুমি কি কিছু জান না ?

না, বল্ ।

মানদা বলিল, আব কি বল্বে ? বলিয়াই কাঁদিতে লাগিল । হেম কক্ষভাবে বলিল, কাঁদিস্ পবে—এখন বল্ । সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বল্‌বাব কিছু নেই দিদি । তুমি চলে আসবাব পবেব দিনই আবাব জবে পড়েন, ভাল হন, আবাব জবে পড়েন, আবাব ভাল হন, আবাব জবে পড়েন—ফিবে গিয়ে যে দেখতে পাব, এমন ভবসাও কবি নে । হেম বলিল, তাবপবে বল্ ।

মানদা বলিল, তাব পরে কোথায় বর্দ্ধমান না কোথা থেকে খবব পেবে, কোথাকাব মাসি আসে, তাব পব মেসো আসে, তাব পবে মাসতুত ভাই, বোঁ, বোন, ভগিনীপতি, এখন আর কেউ বাকী নেই । বাডীতে আব জাবগা নেই ।

. আমি সব বিদেয কষ্বে—তাবপব ?

খাচ্ছে, দাচ্ছে, ব'সে আছে । বাবু ওপবে প'ড়ে আছেন, না ডাক্তাব, না বন্দি, না অযুধ, না পথি ! গুনি হাওয়া বদলালে ভাল হয়, তা নিয়ে যায কে ?

হেম বলিল, তোবা কি কচ্চিস্ ? নন্দা নিয়ে যায নি কেন ?

পথ-নির্দেশ

মানদা কপালে কবায়াত কবিয়া বলিল, সেই বাবুর অনেক দিনের চাকর, তাকে মেসোবাবুর ছেলে অভয় মেবে তাড়িয়ে দিখেচে—ছোঁড়া আবাব মদ খায়—এক একদিন বাড়িতে এসে এমন হাঙ্গামা কবে যে, ভয়ে কেউ বেকতে পাবে না—তাকে আমাদের বাবু পর্য্যন্ত ভয় করবেন।

হেম ক্ষণকাল চুপ কবিয়া থাকিয়া বলিল, মামু, একটা কথা সত্যি বল দিদি, আমাদের গুণিদা কি তাহ'লে বাচবে না ?

মানদা বলিল, কেন বাচবেন না দিদি, দেখালে শোনালে চেষ্টা করলে নিশ্চয় ভাল হবেন—কিন্তু অমন ক'বে ফেলে বাখ'লে আর ক'দিন ?

হেম গিনিট-খানেক চোখ বুজিয়া বসিয়া বহিল, তাহাব পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মানদা, তোদের ফিবে বাবাব টাকা আছে ?

আছে বৈকি দিদি ! জানই ত, বাবু এক টাকা দরকার থাকলে সঙ্গে দশ টাকা দিয়ে পাঠান—আমাদের ভাড়া আমাদের কাছেই আছে। বলিয়া সে আঁচলে বাঁধা নোট দেখাইল।

হেম জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাবি ? কাল ?

মানদা বলিল, হাঁ দিদি, কালই যেতে হবে—আমি যে

পথ-নির্দেশ

একটা লোক আছি, না হ'লে সবাই নতুন—কেউ টিঁকতে পাবে না। যেমন মাসি, তেমনি মেসো, তেমনি ছেলে, তেমনি ঝি-বৌ—বিধাতা-পুরুষ যেন ফবমাস দিয়ে এঁদের এক ছাঁচে ঢেলেছিলেন। আমার নাকি বড় শক্ত প্রাণ, তাই এখনও টিঁকে আছি—অভয় ছোঁড়া আমাকেই একদিন তেড়ে মাঝতে এসেছিল—বাবুকে বলে, ও মলেই বাঁচা যায়।

হেমেব চোখেব মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল, বলিল, আজ ষ্টিমার কখন ফিরে যাবে জানিস্ ?

মানদা বলিল, আব ঘণ্টা-খানেক পবেই ফির্বে, আমি যাট থেকে জেনে এসেছি।

তবে এতেই যাব। তুই গাড়ী ডেকে আন্ গে।

তুমি যাবে দিদি ? আজ ত সন্দিগ্ধ নয়।

বেশ দিন। দেবি কবিস্ নে—গাড়ী ডেকে আন্ !

সেইদিন অপবাহ্ন-বেলায় ছেলেকে খাবাব দিয়া মা কাছে বসিয়া আব দুইখানা লুচি খাইবাব জন্য পীড়াপীড়ি কবিতেছিলেন। তাহাব পাশ দিয়াই তেতলায় উঠিবাব সিঁড়ি। অপবিচিত্তা হেমকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মাসি প্রশ্ন কবিলেন, তুমি কে গা বাছা ?

আমি বিদেশী, বলিয়া হেম উপবে উঠিয়া গেল। অভয় তাহাব রূপেব দিকে নেকড়ে বাঘেব মত চাহিয়া রহিল।

পথ-নির্দেশ

হেম গুণীৰ ঘৰে গিবা দেখিল সে দেওঘাৰেৰ দিকে মুখ কৰিবা শুইয়া আছে। জাগিবা আছে কি ঘুমাইতেছে, বোঝা গেল না। শিষবেৰ কাছে চাবিব গোছাটা পডিয়াছিল, হেম সেটাকে সৰ্ব্বাগ্ৰে নিজেৰ আঁচনে বাধিবা ফেলিল। একটা টেবিলেৰ উপৰ গোটা-দুই খালি ঔষধেৰ শিশি ছিল, তুলিয়া লইয়া দেখিবা, দোবেদেৰ গানে পনেৰ দিন পূৰ্বেৰ তাৰিখ দেওঘা আছে। সমস্ত ব্যাপাবটা সে স্পষ্ট বুঝিল। তাৰপৰ লোহাৰ সিন্দুক খুলিবা চেক বই বাহিৰ কৰিবা বখন ব্যবহৃত অংশগুলি পৰীক্ষা কৰিবা গুণীৰ দস্তখত মিলাইবা দেখিতেছিল, এমন সময় মাসি বৰে ঢুকিবা একেবাবে অবাৰ হইয়া গেলেন। চোঁচাইবা বলিলেন, কে গা তুমি, সিন্দুক খুলেচ ?

হেম কহিল, চোঁচাও কেন উনি উঠে পড়বেন যে।

মাসি আবও চোঁচাইবা উঠিবা বলিলেন, চোঁচাই কেন ?

গুণী জাগিবা ছিল, পাশ ফিৰিল। হেম বলিল, আমি খুৱা না ত কে খুলবে ? তুমি ? গুণী চাহিবা দেখিতেছিল, দুইজনেৰ কেহই তাহা নক্ষ্য কৰে নাই, মাসি ভয়ানক উত্তেজিত হইবা উঠিলেন। গুণী আন্তে আন্তে কহিল, হেম, কখন এলে ভাই ?

এই আসৃচি। শুকে বুঝিযে দাও—তোমাৰ জিনিস

পথ-নির্দেশ

খুললে বাইরের লোকেব ঘবে ঢুকে চোঁচামেচি করতে নেই ।
এই সমস্তই আমাব, এই কথাটা ভাল ক'বে বুঝিবে দিয়ে
গুঁকে যেতে বল ।

গুণী সমস্ত বুঝিল । তাবপব হাসিয়া বলিল, সে সম্পর্কে
এত দিন পবে বুঝি সিন্দুক খুল্তে এসেচ ? হেম চেকেব পাতা
গুণিতে গুণিতে বলিল, হুঁ । মাসি বলিলেন, ও কে গুণি ?

আমাব বোন । উত্তর গুণিয়া হেম শিগবিষা উঠিল ।
তাহাব পব চোখ তুলিয়া একটি বাব মাত্র তাহাব মুখে
দিকে চাহিয়া মাথা হেঁট কবিয়া বহিল ।

মাসি বলিলেন, কৈ, এতদিন ত এ-সব কথা গুণি নি ?
কি বকম বোন হয় ? গুণী সে কথাব উত্তর এড়াইয়া সংক্ষেপে
বহিল, ঝগড়া ক'বে চলে গিযেছিল—ওবই সর্বস্ব মাসি ।

মাসি বিশ্বাস কবিলেন না, বুঝিতেও পাবিলেন না,
দীবে দীবে চলিয়া গেলেন । তিনি চলিয়া গেলে, গুণী হেমের
দিকে ভাল কবিয়া না চাহিয়াই বলিল, মবণকালে হঠাৎ
এ খেয়াল কেন ? কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই তাহাব মুখ
দেখিবা ভীত হইয়া উঠিল । হেমের মুখ শাদা হইয়া
গিবাছে—সে যেন অকস্মাৎ কোন ক্রুদ্ধ তপস্বীর অভি-
সম্পাতে এক নিমেঘে পাবাণ হইয়া গিবাছে ! গুণী সভয়ে
ডাকিল, হেম ! হেম সাডা দিল না ! নড়িলও না—

পথ-নির্দেশ

নিৰ্নিমেষ-নেত্ৰে মেঝেৰ দিকে চাহিয়া বসিয়া বহিল। গুণী
অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ডাকিল, হেম, কথা শোন।

হেম তত্ক্ষণে একটা দীৰ্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্থিৰ হইয়া
বহিল। গুণী শয্যাৰ উপৰ কোন মতে উঠিয়া বসিল,
তাহাব পৰ খাট হইতে নামিয়া ধীবে ধীবে অতি ক্লেণে
হেমেৰ স্নমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে একেবাবে উপুড়
হইয়া পড়িয়া তাহাব দুই পাৰেৰ মध्ये মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া
উঠিল, দিনা অপবাধে আমাকে সবাই শান্তি দেয়—তুমিও
দেবে, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পাৰি নি। গুণী
নিৰ্ভীক হইয়া বহিল। শ্ৰাবণেৰ আকাশভৰা মেঘেৰ মত
বিপর্যস্ত কালো চুলে তাহাব দুই পা ঢাকিয়া গিয়াছে—
তাহাব প্ৰতি চাহিয়া সে কিছুক্ষণ স্থিৰ হইয়া বহিল।
তাবপৰ ধীবে ধীবে বসিয়া পড়িয়া হেমেৰ মাথাব উপৰ
ডান হাত বাখিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, তোমাকে শান্তি দেব
কি হেম, আমাকে ভাববেসেছিলে বলে আমি আমাকেও
শান্তি দিই নি। শান্তি নয় বোন, চাব বৎসৰেৰ বড় দুঃখেৰ
পৰ মৰণেৰ আগে যে শান্তি পেয়েছি, শেষদিনে আমি সে
দুৰ্লভ বস্তুটাই তোমাকে দিবে যাব—চল আমবা কাশী যাই।

হেম মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া বলিল, চল, কিন্তু এই
তোমাব শেষ আদেশ। এ কি আমি সহ কবতে পাৰব ?

পথ-নির্দেশ

শুণী বলিল, পারবে! যখন বুঝবে সংসারের ভালবাসাকে মহামহিমাম্বিত করবাব জন্য বিচ্ছেদ শুধু তোমাব মত অতুল ঐশ্বর্যশালিনীব দ্বাবে এসেই চিবদিন হাত পেতেছে, সে অল্পপ্রাণ ক্ষুদ্র প্রেমের কুটীবে অবজ্ঞায় যায নি—তখনই সহ্য কবতে পাববে। যখন জানবে, অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, এব দ্বাবাই সে অমবত্ন লাভ ক'বে যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধু, কত অমূল্য অশ্রু সঞ্চিত ক'বে বেথে যায, যখন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হবে, কেন বাধাব শতবর্ষব্যাপী বিবত বৈষ্ণবের প্রাণ, কেন সে প্রেম মিলনের অভাবে সুসম্পূর্ণ, ব্যাথাতেই মধুব, তখন সহিতে পাববে হেম। উঠে ব'স—চল, আজই আমবা কাশী যাই। যে কটা দিন আবো আছি, সে কটা দিনেব শেষ সেবা তোমাব, ভগবানের আশীর্বাদে, অক্ষয় হয়ে তোমাকে সাবা-জীবন সুপথে শান্তিতে বাথবে

সমাপ্ত

শুভদাস চট্টোপাধ্যায় এও সল-এর পক্ষে

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,

২০৩১১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা—৬

All rights reserved to Messrs G. D Chatterjea & Sons

—গল্প ও উপন্যাস—

প্রবোধকুমার সান্তাল প্রণীত

প্রিয় বান্ধবী

৩

নিশি-পদ্ম ২১০

কলরব ২১

দ্বিবাস্থপ্ন ২১

ভরুণী-সঙ্ঘ ১১০

অবিকল ১১০

নবীন যুবক ২১০

যুম ভাঙার রাত ১১০

কয়েক ঘণ্টা মাত্র ২১

দুই আর দু'য়ে চার ২১০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

পতঙ্গ ২১০ মরা নদী ৩১০

বিবস্ত্র মানব ৪ কার্টুন ২১

দেহ ও দেহাতিত ৪১

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অয়ংসিকা ১৫-৩১, ২য়-৪১০

কুমারী-সংসদ ২১০

দুঃখের পাঁচালী ১১০

ভুলের মাশুল ১১০

অদৃষ্টের ইতিহাস ২১

মরুর মাঝারে বারির ধারা ১১০

উপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

নকল পাজাবী

২১

অমরেন্দ্র ঘোষ প্রণীত

দক্ষিণেশ্বর বিল (১ম) ৪১

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

নিশাচর বাজ ৪১০

চক্রান্তজালে নারী ২১

চীনের ড্রাগন ৩১

লণ্ডনের নরক ২১০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

বাড়ো হাওয়া ২১০

রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কাল-কল্লোল ৪১০

পুষ্পলতা দেবী প্রণীত

মরু-তৃষা ৩১০

তাবাকদ্বব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

নীলকণ্ঠ ২১

তিনশূন্য ৩১

আশালতা সিংহ প্রণীত

মধুচন্দ্রিকা ২১০

ক্রন্দসী ১১০ স্বয়ম্বর ২১

কুলেজের মেয়ে ২১

লগন ব'য়ে যায় ১৬০

শান্তিসুধা ঘোষ প্রণীত

১৯৩০ সাল ২১০

—গল্প ও উপন্যাস—

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

স্বাধীনতাৰ স্বাদ	৪\
সহরতলী (১ম পর্ব)	২\
সরীসৃপ	১১০
মিহি ও মোটা কাহিনী	১১০

নবশেচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত

নিষ্কণ্টক ১১০	দুঃখগ্রহ ২\
গ্রামের কথা	২\
ভুলের ফসল	২\
ললিতের ওকালতি	২\

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

জলের আলনা	১১০
আলোর আলো	১১০

ববীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

পরাজয় ২\	নিবন্ধন ২১০
উদাসীৰ মাঠ	২\

সুবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

স্মৃতিৰ আলো	২\
বিশ্বপতি চৌধুরী প্রণীত	
বৃন্তচ্যুত	১১০
ঘরের ডাক	২\

সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত

বহুংসব ১১০	মধুচক্র ১\
ক্ষণ-বসন্ত ১১০	ময়ূরাক্ষী ১১০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

জনৈকা (মোপাসার অনুবাদ) ২১০	
অসাধারণ (টুর্গেনিভের অনুবাদ) ২\	
রাজ্যমাটির পথ	৩\
অস্বীকার ২\	আঁধি ৩\

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

লাল মাটি ৪১০

উপনিবেশ

১ম—২\, ২য়—২\, ৩য়—২\

বনফুল প্রণীত

মত্ত-মুগ্ধ ২\ বাহুল্য ২\

সুবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত

মিলন-মন্দির ৩\

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত

কাক-জ্যোৎস্না ৩\

পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত.

দুই পক্ষ ২১৬

শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

করুণাদেবীর আশ্রম ২\

তেজস্বতী ১১০

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

অতীত বস্তু ২\

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

কলঙ্কিনীর খাল ২১০

—গল্প ও উপন্যাস—

অনুরূপা দেবী প্রণীত		গিরিবালা দেবী প্রণীত	
স্বপ্নশক্তি	৪১০	খণ্ড-মেঘ	২১
পোস্তাপুত্র ৪১০	গরীবের মেয়ে ৪১০	স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত	
উদ্ধা ১১০	রাসাশাখা ১১	অস্ত্যাপ্তি	২১
প্রাণেব পবন	২১	যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত	
প্রিয়কুমার গোস্বামী প্রণীত		গৌরী	২১
কবে তুমি আসবে	২১০	অশ্রুভঙ্গ	২১
অলকা মুখোপাধ্যায় প্রণীত		অপরাজিতা দেবী প্রণীত	
নন্দিতা	২১০	শ্রীশ্রীবিধকর্ম্মার জীবন-চিত্র	৫১
ভগদীশ গুপ্ত প্রণীত		নিরুপমা দেবী প্রণীত	
রোমন্থন	২১	দ্বিদি	৪১০
ছন্দোলের দোলা	২১	অন্নপূর্ণার মন্দির	৩১
জ্যোতির্ম্মী দেবী প্রণীত		সুগান্তরের কথা	২১
মনের অগোচরে	২১	ধীবেন্দ্রনাথ বসী প্রণীত	
সীতা দেবী প্রণীত		অল ইণ্ডিয়া	
বন্যা	৪১	হেয়ার ইন্ডাস্ট্রি কোং	১১
ভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত		অকণ্ঠ গুহ প্রণীত	
উৎপল	২১০	জীবনের বসন্ত	২১০
অশোককুমার মিত্র প্রণীত		চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত	
ছ'ফটা	২১	মাসের ডাক	২১
প্রভাত দেবসবকার প্রণীত		রামনাথ (চিত্রোপন্যাস)	২১০
অনেক দিন	৩১০		

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

— গল্প ও উপন্যাস —

P. M. Sen

কালকূট ২।।০ বিষকণ্ঠা ২।।০

কানামাছি ২।।০ দুর্গরহস্য ৩।।০

ছায়াপথিক ৩\ শাদা পৃথিবী ৩\

বিম্বের বন্দী ৩\

কালের মন্দির ৩।।০

কাঁচামিঠে ২।।০

— চিত্র-নাট্য —

যুগে যুগে ২।।০ কালিদাস ২\

পথ বেঁধে দিল ২।।০

— ভিটেকটিভ উপন্যাস —

ব্যামকেশের গল্প ২\

ব্যামকেশের কাহিনী ২।।০

ব্যামকেশের ডায়েরী ২।।০

— নাটক —

বন্ধু ১৭০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

[illegible]